Mid-South Bengali Association

শারদীয়া পূজা বার্ষিকী ১৪৩২

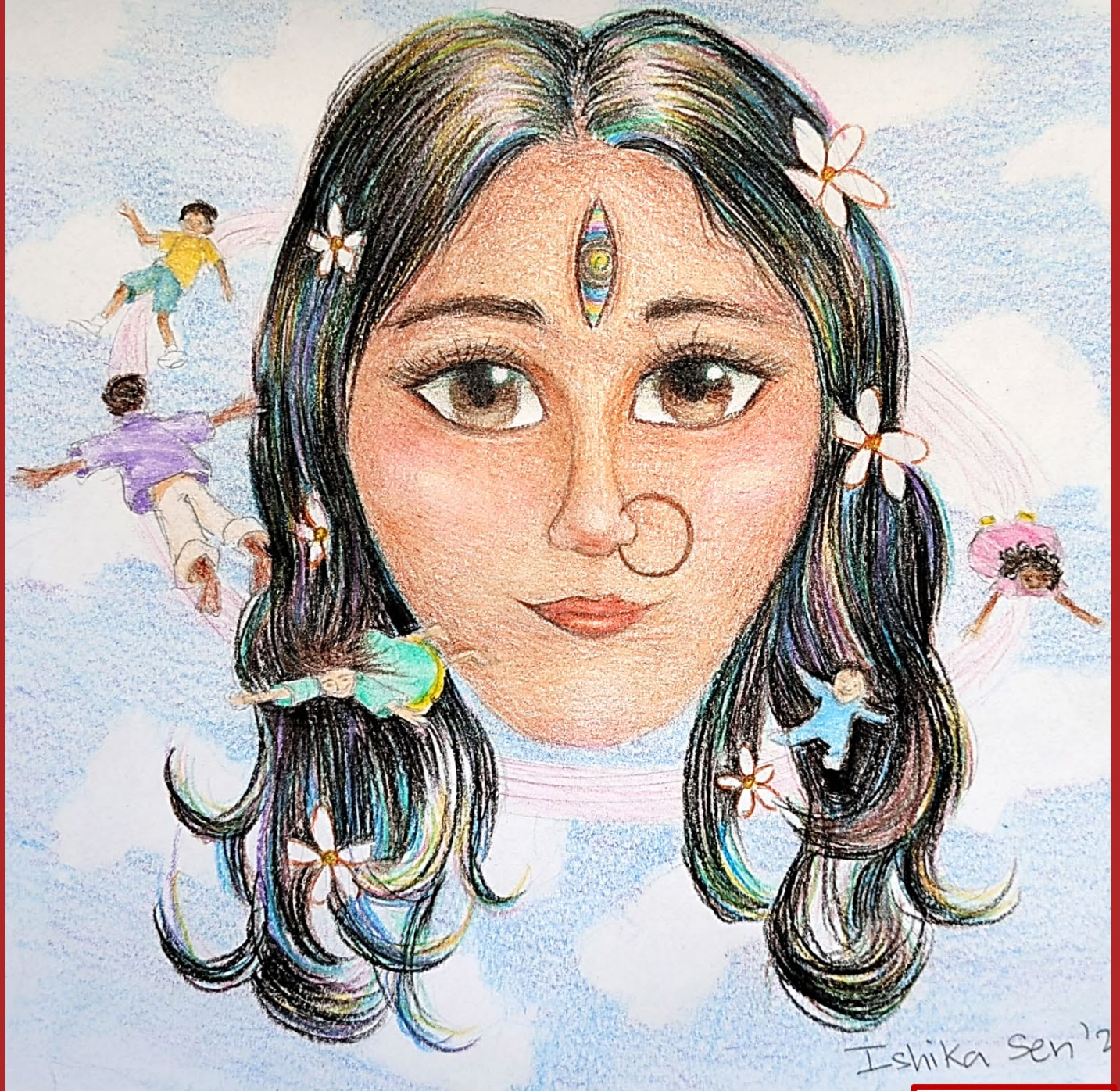

Title	Person
MSBA-Executive Committee 2025-2027	
সম্পাদকীয়	Partha Narayan Dey
The Magazine Cover- From the desk of the Artist	Ishika Sen
MSBA Proud Sponsor Friends - 2025 Sponsors and Donors	
From The President's Desk	Arjun Sardar
From The Cultural Secretary's Desk	Julie Basu-Ray
Endorsement letter by The Consulate General of India office, Atlanta, of MSBA-Durga Puja, Memphis	
ভজবাবা & অভাব কিসের	Dipankar Dasgupta
Drawings: Group 1	Neev Sharma Satyaki Biswas Ahona Biswas Somdipto Basu Aryan Kolay
উত্তরণ	Amar De
বন্ধুপ্রীতি	Millie Paul
রানা	Manjushree Ganguli
গ্রাম বাংলার "পূজো"	Priti Chowdhury
Exploring the Cultural Riches of Pondicherry	Arijit Basu
মহালয়ার সকাল	Ankita Gupta
অদ্বিতীয়	Tanima De
Pujo Parenting in USA	Jheelam Banerjee
An Immigrant's Perspective on the Economy and Capitalism in the US	Satarupa Chakraborty
Drawings: Group 2	Niharika Bar Aayra Banerjee Alekhyo Narayan Dey Arinjoy Chakraborty Kavi Sunderland
ফুল ফোটানোর কবি	Julie Basu-Ray
শারদীয়া দুর্গাপূজা	Kripasindhu Biswas
এ বাস কি ডানকুনি যাবে?	Asit Ranjan Rai
Sharadiya. Devi. – Maa Durga	Manish Kumar Bagchi
Modir Hobey Abar Biye	Anupam Lahiri
অঙ্গনবাড়ি / মোক্ষয়ং / নয়ন এর দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো.....যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো !	Debishree Roy
Tagore songs- translations	Madhabi Chatterji
Drawings: Group 3	Subarna Mukherjee Maninka Chatterjee Malobika Bhowmik Mondal
2025 Sponsors and Donors	

Mid-South Bengali Association (MSBA), Memphis
Executive Committee 2025-2027



Arjun Sardar,
President



Partha Narayan Dey,
General Secretary



Julie Basu-Ray,
Cultural Secretary & Director of Creative & Decor



Abhishek Ganguly
Treasurer



Aarti Sardar,
Jt. Food Secretary



Mohua Lahiri,
Jt. Food Secretary



Malobika Bhowmik Mondal,
Social Media Team



Srikanta Kolay,
Social Media Team

সম্পাদকীয়!!



এই সেদিন সবাই বলে উঠলো, "আসছে বছর আবার হবে"। বছর ঘুরে গেল, ফিরে এলো নীল আকাশ, তুলোর মেঘ, বৃষ্টি, রামধনুর রং, সবুজ খেত, কাশফুলের দোদুল নাচ, আর বাতাস ছুঁয়ে দিল শরতের আমেজ। আমাদের মনে নিয়ে এলো আগমনীর বার্তা। মন বলে উঠলো, এই তো অপেক্ষার শেষ আর আনন্দের শুরু হলো, "বোধন গো, বোধন"। দেবী আসছে মানেই খুশির মেজাজ, উল্লাসের জয়ধ্বনি দিতে দিতে সবাই মেতে উঠলো আনন্দে, আর শুরু হোলো উৎসব। পুরো এক বছর বাদে সবার সুরে গমগম করে উঠছে মেমফিসে মায়ের আসার প্রস্তুতি।

বারোয়ারি পুজোর আগাম খবরাখবর নিয়ে ঘন ঘন বেরোতে শুরু করে টাটকা "সন্দেশ", এক গুচ্ছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্ঘণ্ট নিয়ে চলে আধিক্যপূর্ণ আলোচনা। এদিকে ভুরিভোজের কর্মীবৃন্দ কোমর বেঁধে লেগে পড়ে, আর ওদিকে মণ্ডপ শিল্পী ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার শিল্পকর্মে। যদিও জন্ম ও বেড়ে ওঠা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, তবুও পঞ্জিকার দিন বদলের সাথে এই সুদূর পশ্চিমেও আমাদের মন ফিরে যায় বড় হয়ে ওঠার শারদীয় আনন্দে, এবং সেই আনন্দ ভাগ হয়ে যায় আত্মীয়, বন্ধু ও পড়শীদের সাথে। "আসছে বছর" এসে গেল।

কথায় কথায় মা, মেয়েদের প্রশংসা করে বলা হয়, সে তো দশ হাতে সংসার সামলায়। এই উপমা যে দশভুজা দেবী দুর্গার, এতে কোন সন্দেহ নেই। বছরে শুধু তিন দিনের জন্য আমরা ঘটা করে পার্বতীর পূজা করি বটে, কিন্তু ওই অসুর বিনাশ এর শক্তি আর অভয় আমাদের ঘিরে রয়েছে সব সময়, মা, ঠাকুমা, দিদি, বোন, বান্ধবী, আর স্ত্রীদের দ্বারা। মহিষাসুর রূপী অসুরকে মা পুরাণে বধ করে থাকলেও এই পৃথিবীতে অপদেবতা র অভাব নেই আর তাদের অসৎ কাজ এর ও শেষ নেই । আসুন সকলএ আজ শারদ প্রাতে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণের সাথে সাথে, অঞ্জলি দেওয়ার মুহূর্তে যেন এই মানুষরূপী দশভুজা কে সম্মানের আসনে বসিয়ে শ্রদ্ধা,ভালোবাসা প্রদানের অঙ্গীকার করি।

মণ্ডপের পরিক্রমা, নতুন জামা কাপড়, পুজোর গান, খাওয়া-দাওয়া আর অনেকদিন না দেখা আত্মীয়-বন্ধুদের সাথে কুশল বিনিময়, এই নিয়ে পুজোর তিনটি দিন চোখের পলকে কেটে যায়। কাজ এর ঠেলায়, পরিবার এর দায়িত্ব পালন এর চাপ এ, পরের বছর ঢাকের কাঠি পড়ার আগে অব্দি এই স্মৃতি রোমন্থনের কোনো উপায় থাকে না। বছরের যে কোনো সেই ইচ্ছে পূরণ এর দাবি রাখে এই পত্রিকা। এতে রয়েছে অনেকের অবদান, লিখেছেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক, শিক্ষক, অধ্যাপক থেকে বিখ্যাত ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাগত মেধাবীরা। থাকছে কবিতা, প্রবন্ধ, অনুগল্প ও অঙ্কন। এই মহৎ কাজে যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।

মিড্ সাউথ বাঙ্গালী অ্যাসোসিয়েশনের (এমএসবিএ) ৪৬ তম বার্ষিকী স্মরণে ম্যাগাজিন প্রকাশ করা কত যে আনন্দের বিষয় সেটা বোলে এ বোঝানো যাবে না। এমএসবিএর সমস্ত সদস্যের পক্ষ থেকে, আসুন আমরা সকলেই সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন প্রসারিত করি । এমএসবিএর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা, যারা এই সংগঠনটি গঠনের দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন, অনেক কষ্ট শেষ এ , তারা তাদের বিশ্বাস এবং মতাদর্শে অবিচল থেকে এমএসবিএকে বাংলা সম্প্রদায়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এগিয়ে দিয়েছেন । ৪৬ বছর আগে রোপণ করা বীজটি বিভিন্ন কমিটি এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের দ্বারা সময়ের সাথে লালিত পালিত হয়ে বড় হয়েছে, শক্ত মাটিতে লম্বা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমএসবিএ র বর্তমান উত্সর্গীকৃত এবং কঠোর পরিশ্রমী কমিটি মেম্বার রা তাদের পূর্বসূরীদের মতো নতুন অনলস দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতাদর্শ নিয়ে এগিযে চলেছে।

সংক্ষেপে, আমরা আশা করি যে আপনারা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠা উল্টে নস্টালজিয়ার অনুভূতিগুলির সাথে সম্পর্কিত হবেন এবং অনুভব করতে পারবেন পুজো র ছোয়া । আমাদের স্পনসরদের জন্য রাখা হলো একটি বড় ধন্যবাদ। আবারও, আমরা নিঃস্বার্থ সমর্থনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

এমএসবিএ-এর পক্ষ থেকে সবাইকে শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

পত্রিকা সম্পাদক,

পার্থ নরায়ণ দে

The Magazine Cover- By Ishika Sen (age 16)



Her thought behind the art-

"Durga through the eyes of a child: During this time of the year, the children's world revolves around their beloved friend, who is home for her annual vacation."

Ishika is one of our community's most talented artists and shows great promise. She is the daughter of Suheeta and Saunak Sen, studying at White Station High School.

From The President's Desk



MSBA Annual Durga Puja Souvenir — 2025

Shubho Sharodiya, MSBA family!

As Ma Durga returns to our homes and hearts, I am filled with gratitude for the spirit of community that defines the Mid-South Bengali Association. This year marks a special milestone—our first Durga Puja at the **Agricenter**. We moved here because the **Cordova Community Center closed for business on August 1, 2025**. The Agricenter gives us a larger canvas that reflects our growing family and our shared aspiration to celebrate with dignity, warmth, and inclusion. Thank you for embracing this change with enthusiasm and for the overwhelming support you've shown since Mahalaya.

Durga Puja is more than a festival—it is our annual renewal of **utsav (celebration), seva (service), and sanskriti (culture)**. We gather to honor our traditions, welcome new members and friends, and build bridges across generations. To our seniors who guide us with wisdom, to our children who bring boundless energy, and to every volunteer who quietly shows up to serve—**dhonnobad**.

This souvenir captures the year's journey and the creativity of our community—articles, art, poetry, and photographs that speak to who we are and where we are going. Our cultural programs showcase the talent and teamwork of our members—especially our youth—while our puja and rituals invite reflection and devotion. The décor, stage, sound, lights, and hospitality teams have worked tirelessly to deliver a professional, heartwarming experience worthy of MSBA.

I want to acknowledge the extraordinary efforts of our 2025–2027 Executive Committee and leads:

- **Creative & Décor & Cultural:** *Julie Ghosh Basu-Ray*
- **Treasurer:** *Abhishek Ganguly*
- **General Secretary:** *Partha Dey*
- **Rituals:** *Indranil Basu-Ray & Chandana Dirghangi*
- **Social Media & Outreach:** *Malobika Bhowmick & Srikanta Koley*
- **Food & Beverage:** *Mahua Lahiri & Aarti Sardar*

My deep thanks to our **sponsors, donors, and well-wishers**—your generosity keeps our traditions vibrant and accessible. To our **volunteers**, from registration to parking, from annapurna's kitchen to cleanup—your seva is the quiet backbone of everything we do. And to the many **visiting parents** blessing us with their presence, welcome home.

Looking ahead, we will continue strengthening MSBA through:

- **Volunteer guilds** (rituals, cultural, hospitality, logistics, media) with year-round engagement;
- **Member services & mentorship**—connecting families, students, and professionals;
- **Thoughtful growth** that preserves the intimacy and dignity of our celebrations.

If you are new to MSBA, I invite you to become a member and join a team. If you are a long-time member, I invite you to mentor. And to each of you: bring your ideas, your time, and your voice. This community is strongest when we build together.

On behalf of the Executive Committee, thank you for your trust, your patience, and your partnership. May Ma Durga bless every home with health, joy, and courage. **Jai Maa Durga! Asche bochor abar hobe!**

With warm regards,
Arjun Sardar
President, Mid-South Bengali Association (2025–2027)

From The Cultural Secretary's Desk



"সেদিন ভোরে দেখি উঠে

বৃষ্টিবাদল গেছে ছুটে,

রোদ উঠেছে ঝিলমিলিয়ে--

বাঁশের ডালে ডালে;

ছুটির দিনে কেমন সুরে

পুজোর সানাই বাজছে দূরে…"

আজকাল পুজো এলেই রবি ঠাকুরের "শিশু ভোলানাথ"-র এই লাইন গুলো খুব মনে পড়ে। ছোটবেলায় পুজোর মাস দুয়েক আগে থেকেই জোর কদমে শুরু হয়ে যেত পুজোর চারদিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। গান, নাচ, আবৃত্তি, নাটক – একেবারে জমজমাট ব্যাপার। খুব উৎসাহ নিয়ে বাবা-মা' রা এতে অংশগ্রহণ করতেন, আমাদেরও উৎসাহ দিতেন।

MSBA -র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বরাবরি সমৃদ্ধ্য হয় স্থানীয় বাঙালি দের উৎসাহী অংশগ্রহণে। তবে ২০১৮ য় মেমফিস এ আসার পর থেকে ছোটদের কোনো নাটক মঞ্চস্থ্য হতে দেখিনি। তাই ৭ বছর পর আবার নাটকের মঞ্চে ফিরে আসছে শিশুদের কোলাহল। শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার আর তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, শতাধিক বর্ষ প্রাচীন বাংলা র রূপকথার অমর সংকলন, ঠাকুমার ঝুলি- আমাদের ফেলে আসা ছেলেবেলার এক টুকরো দলিল ! এই বছর পুজোয় শহরের ছোটরা ফিরিয়ে আনবে আমাদের শৈশব, তাদের অভিনীত নাটক "অরুন-বরুন-কিরণমালা" র মাধ্যমে।

আজকের শিশুরা বড় হচ্ছে এক ভিন্ন বাস্তবতায়। তাদের শৈশব কাটে অনেকটাই চার দেয়ালের মাঝে, যেখানে virtual জগতের হাতছানি অনেক বেশি আকর্ষণীয়। মোবাইল ফোন আর ভিডিও গেমসের দুনিয়ায় ডুবে থাকা এই শিশুদের অনেকেই ভুলে যাচ্ছে খোলা মাঠে ছুটে চলা, কিংবা দলবদ্ধ হয়ে কোনো সৃজনশীল কাজে মেতে ওঠার আনন্দ। গত দুটো মাস জুড়ে নাটকের মহড়ায় হৈহৈ করে মিলেমিশে কাজ করতে গিয়ে শিশুরা সৃজনশীলতার ডানা মেলে উড়তে শিখলো, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের জন্ম হলো, চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে গিয়ে তারা নিজেদের আবেগকে চিনতে শিখলো এবং অন্যের দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীকে দেখতে পেলো- এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

চিন্ময়ী মা-র মৃন্ময়ী রূপ এর আরাধনায় আজ মেতে উঠেছি সবাই। মা-র কাছে প্রার্থনা, বিসর্জন শেষেও সকলের অন্তরে জেগে থাকুক বোধন মন্ত্র। ভালো থেকো মা। সবাইকে ভালো রেখো। শুভ শারদীয়া।

-জুলি বসু রায়

रमेश बाबू लक्ष्मणन
Ramesh Babu Lakshmanan

सत्यमेव जयते

भारत का प्रधान कौंसुल
अटलांटा
Consul General of India
Atlanta



Message

Durga Puja is more than a festival—it is a celebration of resilience, togetherness, and the values that bring people closer. I warmly congratulate the Mid-South Bengali Association (MSBA) for once again bringing this spirit to the Greater Memphis area.

For over four decades, MSBA has been a pillar of the community, preserving cherished traditions while sharing them with the broader society. Through this effort, the Bengali speaking diaspora in Memphis area has enriched the cultural fabric of the region and inspired pride in our shared heritage.

On this special occasion, I extend my best wishes for a joyous Durga Puja filled with devotion, and celebration.

(Ramesh Babu Lakshmanan)

ভজবাবা

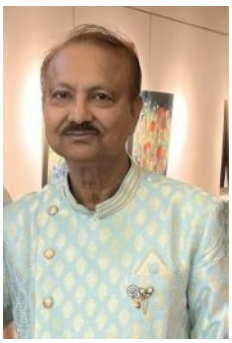

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

নাম ছিল তার লাল পাষানী, জেল পালানো দাগী আসামী।
ডাকাতি-রাহাজানি-হনন, সব কুকর্মে সে ছিলো নামী।
বছর দশেক কাটালো গোপনে–নানা বেশে বনজঙ্গলে,
আবির্ভূত হলো সে নবধর্মাবতার রূপে-ভজবাবা নামে।

ঘুরে-ঘুরে এক মোড়ল সহায়, বাঁধলো এই গ্রামে তার ধাম,
বছর না ফিরতে, ছড়িয়ে পরলো দেশজুড়ে তার নাম।
উনি থাকেন মৌন সদাই, দিন-রাত ধ্যানে মগ্ন যে তাই।
সহচারীদের সেবা-যত্নে, দেহ তাঁর হৃষ্ট-পুষ্ট,
ওরাই তাকে আগলে রাখে ভক্ত সমাবেশে।

বিশেষ কিছু শুভলগ্নে উনি, বেরিয়ে আসেন প্রাজ্ঞনে,
বসেন মঞ্চে সিংহাসনে, সহচারীদের মাঝখানে।
সর্বাঙ্গ জড়িয়ে ওনার মনি-মুক্তার অলংকারে,
নেই মোহ, লোভ-আকাঙ্ক্ষা তাই অতি সাধারণে।
অস্পষ্ট স্বরে উনি কথা বলেন, মাথা বুলিয়ে দীক্ষা দেন।
দুই চেলা (ধনা-কনা) গুরুমন্ত্র তাদের বুঝিয়ে দেন।

জ্ঞানীগুনী ভক্তরা লিখছে নানা গল্পগান, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।
Social media-তে দিন-রাত হচ্ছে প্রচার ভজবাবার গুনগান।
তাইতো মানুষ ছুটে ধামে, ভজবাবার অলৌকিক ক্ষমতার দর্শনে।
জীবন-যাত্রা স্তব্ধ গ্রামের, হাজার-হাজার মানুষের আগমনে।
কর্ম ছেড়ে-ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত ওরা, ব্যক্তি পূজার নাম-কীর্তনে।

নেই চাহিদা বাবার কিছু, যা দেবে উনি তাতেই খুশি।
প্রাণ খুলে তবু দান করে যাও, তাতেই হবে চির সুখী।
দেশ-বিদেশের ভক্তরা সব online-তে করছে পূজা,
bit-coinএ করছে দান।
সমস্বরে গাইছে সবাই ভজবাবার জয়গান॥

অভাব কিসের

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত

(মন বলে) দেখছি না তো অভাব কিছু, দুঃখ কিসের ভেবে দেখেছিস–
অর্থ-সম্পদ, প্রতিপত্তি সব পেয়েছিস, তবু কেন বিষণ্ন মুখে সদাই থাকিস।
থাকি দুজন এক অট্টালিকায়, প্রতিটি কক্ষ সাজানো নানান theme-এ
তবু যেটা নেই–সেটা নিয়েই দুঃখ বেশি, ভাবি শুধু ওটা পেলেই হবো খুশি।

আছে পোষা কিছু পশু-পাখি, বন্দী ওরা খাঁচায় খাঁচায়।
সকাল-বিকাল ভালোই কাটে ওদের সাথে কিছু সময়।
দাম্পত্য জীবনে নেই ঝামেলা সন্তানের, নেই বোঝা দায়-দায়িত্বের,
খরচ করি হিসাব করে, সেবা সংস্থায় দান করি শুধু–কর্ বাঁচাতে।

(বাড়িতে) চলে সব কাজ সমান ভাগে ঘড়ির কাঁটায়-নির্ভুল ভাবে,
(আত্মীয়-স্বজন) কালে-ভদ্রে কেউবা এলে, হাঁপিয়ে ওঠে নিয়মজালে।
নিঃসঙ্গতা আর নিস্তব্ধতায়, দুদিন পরে কেটে পরে, এই বলে–
“ফিরতে হবে বিশেষ কাজে, আসবো আবার সময় পেলে।”

দুজনেরই মাথার ব্যামো, অফিসে কাজের চাপ যে অনেক বেশি।
বাড়ি ফিরে তাই সেবন করি, সব দুঃখ ভুলে মনটাকে হালকা রাখি।
আছে কিছু সহকর্মী, যাদের নিয়ে পার্টি চলে, ছুটির দিনে অনেক রাতে,
মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে, বকতে থাকি আবোল-তাবোল এ-ওর সাথে।

সবই আছে, তবু অভাব শুধু মনের-মিলের আর প্রেম-ভালবাসার।
অভাব আছে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা বলার।
নেই হেথা বড়দের ছত্রছায়া, স্নেহ-মমতার, নেই শিশুদের কলরব।
শান্ত-নিরব বাড়ি আমাদের, সবাই ভাবে আছি মোরা পরম সুখে।।

Dipankar Dasgupta *moved to Memphis in January 1997 as a faculty member of the University of Memphis. Apart from his teaching profession, he has been in search of truth in life and has written several poems in the Bengali language. These poems are the expression of his thoughts and not to hurt any individual or faith.*

Artist: Neev Sharma *has been residing in Memphis, TN, since 2019. He is in 6th grade and is currently learning about different types of poems in school. Through this poem (with a little help from his parents), he wanted to convey his only experience of Durga Puja in India.*





Artist: Satyaki Biswas (9 years) *is an avid art lover who makes the most of every opportunity to draw or paint. He loves to play soccer and is a third grader at Bon Lin Elementary, Bartlett.*





Artist: Ahona Biswas (6yrs), *is already an artist and paints her imagination whenever she gets a chance. She also loves to play soccer and is now a kindergartener at Bon Lin Elementary School.*





Artist: Somdipto Basu, *7 years old, is already very creative in his imagination and ideas, and is a 2nd grader. He loves to build structures with Lego and is crazy about dinosaurs.*





***Artist: Aryan Koley**, studying at Bon Lin Elementary in Grade 6. He loves to play cricket, play guitar, and travel.*





উত্তরণ



অমর দে

শীতের কামড়টা একটু শিথিল হওয়ার সাথে সাথে চৈতী বাতাসের দোলায় বাগানের শুকনো পাতাগুলো সুরসুর করে সরতে থাকে আর তারই নীচে গজিয়ে ওঠা কচি নতুন ঘাসের সবুজ মিছিলে ধুলোটে বাগানটা প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। কিছু কাঠবেড়ালি গাছের গুঁড়ির ফোকর থেকে বেরিয়ে একটু আড়মোড়া দিয়ে চারিদিকে আলতো চোখ বুলিয়ে নতুন তাজা খাবার জোগাড়ের ফন্দি আঁটছে মনে হয়।

রবিন পাখিদের আনমনা ডাক শুনে মনে হচ্ছে প্রকৃতি গা ঝাড়া দিয়ে নতুন বর্ষশুরুর আয়োজন করছে।

একটু বেলার সূর্যের আলো গায়ে দিয়ে প্রকৃতির নানান এলোমেলো দৃশ্য উপভোগ করতে ভালোই লাগছিলো কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে শেফালির ডাক এলো "হ্যাঁ গো। অনেক কাজ আছে, এস ভেতরে"। শান্তনু কিছুটা আঁচ করলো সামনে সপ্তাহে বাড়িতে বড়ছেলে আবীরের বৌ এর 'সাধ' অনুষ্ঠান - তারই প্রস্তুতি নিশ্চয়ই।

এই গত বছরেই আবীরের বিয়ে হলো সানিয়ার সাথে খুব হৈ হুল্লোড় কোরে। বেচারার খুব ইচ্ছে ছিল বলিউড এ দেখা ঘোড়ার পিঠে চড়ে রাজপুত্রের মতো আসবে রাজকুমারীকে নিয়ে যাবার জন্যে - সেই মতো দেশের বাড়িতে গিয়ে জমকালো পোশাক, অলংকার ইত্যাদি কিনে আনা হয়েছিল। সুন্দর পোশাকে সাজানো ধবধবে সাদা ঘোড়া আনা হয়েছিল বটে কিন্তু সুরক্ষা বশতঃ ঘোড়ার পিঠে না চড়িয়ে সুন্দর সাজানো এক ঘোড়ায় টানা সাদা রথ এসেছিলো আবীরের জন্যে। পৃথ্বিরাজ এর মতো রথের ওপর আবীর আর তরুণী বিদেশিনী সারথি আর রঙ্গীন পোশাকে, রঙ্গীন মেজাজে বরযাত্রী জনপ্রিয় গানের তালে তালে নাচতে নাচতে কনেবাড়ি মানে বিয়ের আসরে এসেছিলো। ব্যাপারটা ভীষণ আনন্দের আর উপভোগ্য হয়েছিল।

সুদূর প্রবাসে সীমিত আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে যতখানি উল্লাস ও দিনটা স্মরণীয় করা যায় সেইরকম চেষ্টা হয়েছিল। বিদেশে থাকার এই আর এক বিপত্তি। দেশের বাড়িতে পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠান যেমন অনেকটা সহজাত ভাবে রঙ্গীন, উৎসবমুখর হয়ে ওঠে সকলের সমাবেশে - এখানে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সেই পরিবেশটা তৈরী করতে হয়।

আবীর আর সানিয়ার বিয়ে করার উপরান্তে খেয়াল হয়নি শান্তনু আর শেফালীর জীবনে কখন জীবনের আর একটা নতুন অধ্যায় জুড়ে গিয়েছিলো - বাবা মা থেকে ঠাকুমা ঠাকুরদার ভূমিকায় উত্তরণ - আর কিছু মাসের মধ্যেই যেটা বাস্তবায়িত হতে যাচ্ছে।

"শোনো। তুমি বাড়ির বাইরেটা একটু পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো। রুবেন কে ডেকে সব আগাছা তুলে ছোট প্লান্টগুলো ছেঁটে দিতে বলো আজ বা কালই। দরজার বাইরেটা পরিষ্কার করে দিও। অনেক মাকড়সার জাল জমেছে কার্নিশে।"

রুবেন আমাদের বাগানের পরিচর্যা করে।

শেফালির কথায় শান্তনু সম্মতির মাথা নাড়ে।

"আর চা খেয়ে চলো দেখে নিই সব বন্দোবস্ত ঠিক করা হয়েছে কিনা। আর বেশি সময় নেই।" বলেই শেফালী শান্তনুর কাছে এসে গদগদ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "দারুন আনন্দ হচ্ছে, বলো? আমাদের কালকের পুচকা আবীর নিজেই এখন বাবা হতে চলেছে"।

"হ্যাঁ। ভাবতেই কেমন রোমাঞ্চকর লাগছে। চিন্তাই করা যায়না জীবনের অধ্যায় গুলো এমন তড়িঘড়ি একটার পর একটা জুড়ে যাবে।" শান্তনু সায় দিয়ে বললো।

শেফালী আরও একটু কাছে ঘন হয়ে বললো "না। ভালো করে বলো, তুমি খুব খুশি?"

"ভীষণ!" শান্তনু শেফালিকে আশ্বস্থ করে। শান্তনু বুঝতে পারে শেফালী আনন্দের আবেগে টইটম্বুর।

আসন্ন দিনগুলো কেমন উত্তেজনা নিয়ে আসছে ভাবতে না পারলেও শান্তনুর মনে হচ্ছে উপলব্ধিটা যেহেতু অজানা, অচেনা তাই অপেক্ষাটা বেশ উপভোগ্য।

"মনে আছে? ছোটবেলায় আবীরকে কোলে নিয়ে খাওনোর সময় না খেতে চাইলে 'ইঁদুর, ইঁদুর' বলে জোরে হাঁক দিতেই ও নির্বিবাদে সব খেয়ে নিতো?" শেফালী শান্তনুর বুকে হালকা টোকা মেরে বড়ো বড়ো চোখে জিজ্ঞাসা করে।

"হ্যাঁ।" শান্তনু হাসতে থাকে।

সে এক মজার ঘটনা। অফিস থেকে একদিন ফেরার পরে সন্ধ্যায় স্নান করতে যাবার সময় হঠাৎ একটা নেংটি ইঁদুর কোথা থেকে ঘরময় দৌড়ে পালাবার রাস্তা খোঁজে। আবীর তখন শেফালির কোলে আর সেও হয়তো নেংটি ইঁদুরটাকে দেখেছে। শান্তনু একটা লাঠি নিয়ে ধেয়ে যায় ইঁদুর তাড়াতে। তোয়ালে পরা, লাঠি হাতে বাবার লড়াকু মূর্তি দেখে আবীর আশ্চর্য চকিত হয়েছিল, মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে ছিল। নেংটি ইঁদুর যতই ক্ষুদে হোক ওটা যে বাবাকেও সন্ত্রস্ত করার ক্ষমতা রাখে - এটা বুঝতে পেরেছিলো। সেই থেকে না খাবার অছিলা করলেই শেফালী 'ইঁদুর, ইঁদুর' বলে আবীরকে ভয় দেখাতো। কৌশলটা বেশ কার্যকরী ছিল। এটা অবশ্য কখনোই খোলাসা হয়নি আবীর 'ইঁদুর' এর ভয়ে ভয় পেয়েছিলো নাকি বাবার লেঠেল মূর্তি দেখে।

শেফালী আর শান্তনু ক্ষণিকের জন্যে একটা মোহময় সুন্দর স্মৃতির কোলে ঢলে যেতে শুরু করেছিল কিন্তু আবার জেগে ওঠে বাস্তবের কথা চিন্তা কোরে। শেফালির চোখ আনন্দে ভিজে আসে। ওর খুশিটা শান্তনু খুব উপভোগ করে।

শেফালির বল্গাহারা আনন্দের উৎস যে কি চিন্তা কোরে মাঝে মাঝে শান্তনু ধন্ধে থাকে। তার কাছে তো মনে হয় যে - আবীরকে আবার শৈশব থেকে বেড়ে ওঠার প্রতিটি ক্ষণ, প্রতি ঘটনার পুনরাবর্তন দেখার পরম সৌভাগ্য হচ্ছে - এটাই আনন্দের আঁধার। ছোট্ট আবীরের কচি দুধেল হাতের চিকন আঙ্গুলগুলো ধরে নানান আদুরে সংলাপে নাতি বা নাতনির চোখে নতুন করে বিশ্বদর্শন হবে।

কিন্তু শেফালি? তার আনন্দের আতিশয্য মাত্রাবিহীন। শান্তনু অনেক চেষ্টা করে জীবনদায়িনী মায়ের এই পরম অনুভূতিকে অনুভব করার, নাব্যতা পরিমাপ করার - কিন্তু পারেনা। চিন্তা করে নিশ্চয়ই নিজেরই কোষ্ঠজাত আবীরের কোলে আগামী শিশু আবীরের জন্মলগ্ন চাক্ষুস দেখার জন্য বুঝি! হয়তো বা স্রষ্টা তার নিজেরই সৃষ্টির পুনরুৎপাদন তথা সম্প্রসারণের গর্বে গরীয়ান।

চিন্তাটা একটু গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে ভেবে শান্তনু আপাতত বাড়ির কাজে মন দেবার চেষ্টা করলো।

অন্দরমহল আর বাড়ির বাইরেটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। পরের সপ্তাহেই সানিয়ার মাতৃত্ববরণ অনুষ্ঠান।

বিকেলে বন্ধু শঙ্কর আর ইন্দ্রানী এলো সানিয়ার আশীর্বাদ স্বরূপ একটা উপহার নিয়ে। ওরা অনুষ্ঠানের দিনে থাকতে পারছেনা তাই খুব মন খারাপ আর নিরাশ।

খানিক গল্পগুজবের পরে ইন্দ্রানীরা চলে যাওয়ার সময় দরজার বাইরে তখন একটু আঁধার জমেছে। বাইরের motion sensor floodlight টা জ্বলে ওঠে। কিন্তু জোরালো নয়।

শেফালী বলে "হ্যাঁ গো, আলোটায় একদম জোর নেই। একটু ক্লিন কোরে দিও কাল"।

শান্তনু দেখে কার্নিশ এর কোণে সিকিউরিটি লাইটের ওপরে এক গুচ্ছ শুকনো ঘাস, লতাপাতা আর শুকনো ডাল দিয়ে পাখি বাসা বেঁধেছে। ভাবলো কালই ওটা পরিষ্কার কোরে অন্য কোথাও সরিয়ে দেবে যেন আলোটা ঢাকা না পরে। কার্ণিশটাও নোংরা লাগছে।

কিন্তু ইন্দ্রানী ওটার দিকে নজর দিয়ে বললো, "ওই দেখো শান্তনুদা, ওটাতে রবিনটা বাসা বেঁধেছে আর ডানা জুড়ে বসে আছে। মনে হচ্ছে ও শিগগিরই মা হবে। বোধহয় ডিমগুলোতে 'তা' দিচ্ছে"।

আমাদের কোলাহল শুনে রবিন পাখিটা আসন্ন বিপদের শঙ্কায় ডানা ফুলিয়ে ভীষণভাবে কাঁপতে থাকে।

শান্তনু রবিনটাকে দেখে বলে,"তাই তো! আমি খেয়াল করিনি। আমি কি বিপদ করে ফেলতাম।"

"আহারে! ঠান্ডায় বেচারা ওভাবে বসে আছে"! শেফালির মায়ের মন করুনায় গলে আসে।

"হ্যাঁ। যতদিন না বাচ্চা গুলো ডিম ফুটে বেরিয়ে আসবে ও ওভাবে তাদের আগলে রাখবে। রাত, দিন, ঝড়, বৃষ্টি হোক একদম নড়বেনা"। ইন্দ্রানী বলে।

শেফালী তাড়াতাড়ি বলে,"চলো চলো দূরে যাই, বেচারি ভয় পাচ্ছে"।

শেফালী তারপরই মাতৃসুলভ কোমলতায় রবিনটার দিকে তাকিয়ে বলে,"না বাবু। sorry, sorry। আমরা কিচ্ছু করবোনা"।

ইন্দ্রানী মজা করে বলে, "শেফালী, তোমার বাড়িতে দেখো কতজন মা হতে চলেছে!"

এদিকে শান্তনু কেমন একটা বিবেকের দংশনে বিমর্ষ হয়ে গেলো। কাল হয়তো অজান্তেই বা অন্যমনস্কতায় রবিন পাখিটার অজাত শিশুদের ঘাতক হতে চলেছিল আর এক মায়ের মাতৃত্বকে বরণ করতে গিয়ে।

শান্তনু পারিপার্শিক থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। একটা ব্যথা বুকের ভেতর গুমরে কামড়াতে থাকে। রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারেনা। ভাবলো কালই একটা স্ট্যান্ড এ রবিন পাখিটার জন্যে feeder এ খাবার দিয়ে রাখবে আর একটা বাটিতে জল। যেন ওকে খাবার এর খোঁজে দূরে যেতে না হয়। ভোরবেলায় অফিস যাবার আগে শান্তনু চুপিচুপি একটা লোহার স্ট্যান্ডে feeder এ খাবার দিয়ে রাখে আর কাছাকাছি একটা বাটিতে জল। বিকেলে ফিরে এসে প্রথমেই দেখে রবিনটা ঠাঁয় বসে আছে খড়গুলোর ওপর।

শান্তনুর চোখে মুখে এক অদ্ভুত জিজ্ঞাসার ও কৌতূহল এর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। প্রকৃতির একি অমোঘ লীলা! এক নিরীহ, ক্ষুদে পাখি - কেমন উষ্ণতায়, নিঃস্বার্থ্যে আর নিরলস সাবধানতায় তার সৃষ্টির রক্ষায় নিবিষ্ট। ও কি করে জানলো ওর মাতৃত্বের উষ্ণতা ডিমের খোলস ভেদ করে জীবন সৃষ্টি করবে?

রবিনটার মধ্যে হঠাৎ শেফালিকে চিন্তা করে শান্তনু। আবীরও যে শেফালির এই অলৌকিক, ঐশ্বরিক উষ্ণতার সৃষ্টি। পরম ব্রহ্মার এই মহাজাগতিক শক্তিই সৃষ্টি থেকে সৃষ্টিতে সঞ্চারিত হচ্ছে আদি অনন্তকাল ধরে, অখণ্ড ব্রহ্মলোকে। শেফালী, সানিয়া, রবিন এই জীবনশক্তির বাহিকা। আর তাই নতুন সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষন অজান্তেই তাদের হৃদয়ের অনু পরমাণুতে তোলে আলোড়ন - করে উদ্বেল।

প্রায় পাঁচ ছয় দিন পরে কৌতূহল বশত শান্তনু একটু ভয়ে ভয়ে আর চুপিচুপি রবিনটার বাসার কাছে যায়। কিন্তু তার পায়ের সাড়া পেয়েই রবিনটা আবার ডানা মেলে চি চি কোরে চেঁচিয়ে ওঠে। শান্তনু ভয় পেয়ে একলাফে পিছনে সরে যায়। আর তখনই শোনে শুকনো খড়ের বাসাটা থেকে এক মিষ্টি 'পিউ' 'পিউ' করে কিচির মিচির আওয়াজ। অপার আনন্দে শান্তনুর বুক ফেটে যায় - এ তো নতুন প্রাণের গুঞ্জন!!

অস্তাচলের দিগন্তজুড়ে পিছলে পড়া কমলা রং শান্তনুর চোখেমুখে এক পরম প্রশান্তি আর স্বর্গীয় আভায় উজ্জ্বল করে তোলে - জীবন যে কি সুন্দর!!

Amar De *is a globetrotter and moved to the USA in 2001 and to Memphis in 2017. An engineer by profession, and loves cozy Bengali addas. He likes light music, fun, and humor, and takes life very easily.*

বন্ধুপ্রীতি



মিলি পাল

বন্ধুপ্রীতি আমাদের সবারই আছে, কারো একটু বেশী, কারো কম, অনেকে শুনলে হয়তো বলবে আহা আদিখ্যেতা, তা সে যে যা বলে বলুগ্গে, আমার বন্ধুদের গল্প আজ তোমাদের শুনতেই হবে। এই বন্ধুত্বের শুরু একদম ছোট বেলায়, প্রথমে পাড়ার বন্ধু , তাদের সঙ্গে পুতুল খেলা , আড়ি আড়ি/ভাব ভাব সব কিছুই চলতো।যে বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হলো , তাদের মধ্যে স্কুলের বন্ধু, কলেজের বন্ধু আর বাচ্চাদের বন্ধুর মায়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

স্বামীর কর্মসূত্রে বিবাহের পরথেকেই আমাকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছে, তাই বন্ধুগুলোকে সব দেশেই ছেড়ে আসতে হয়েছিলো, কিন্তু বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। যখনই দেশে গেছি, ওদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি।আর এখন WhatsApp এর দৌলতে প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে , কে কোথায় যাচ্ছে , কি খাচ্ছে, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি দুনিয়ার খাস খবর সব মুঠোফোনে পৌঁছে যাচ্ছে। ওদের প্রতি মাসে একবার জমায়েত হয়, কখনো বাড়িতে, কখনো রেস্তোরায়। কলেজের বন্ধুদের আবার একটা তহবিল আছে, সেখানে সবাই বছরের প্রথমে একটা হিসেব করে টাকা জমা দেয় এবং সেই ফান্ড থেকে সব খরচ হয়।আর বাকিরা যখন যখন মিট হয় তখন খরচ ভাগাভাগি করে নেয়॥

২০২৫ এর শুরুতে আমরা হস্টেলের বন্ধুরা (আমাদের কলেজ জীবন কাটিয়েছি শান্তিনিকেতনে)বন্ধুতের ৫০বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দল বেঁধে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম উদযাপন করতে। ২০২৪ থেকে শুরু হয় এই উৎসব এর প্রস্তুতি , আমরা সবাই মিলে নাচ, গান, কবিতা, স্মৃতিচারণ করেছিলাম এক রকম শাড়ি পরে, এক বন্ধু প্রত্যেকের ছবি দিয়ে এক একটি ব্রোচ বানিয়ে এনেছিল , সে গুলো লাগিয়ে , আমরা খোস মেজাজে গ্রুপ ফটো তুললাম।

তিন দিন শান্তবিতানে থেকে মহানন্দে হৈ হৈ করে আশ্রম জীবন কাটিয়ে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস ধরে কোলাহল মুখরিত কল্ললিনী কলকাতায় ফিরলাম।এই বন্ধুদের মধ্যে একজন আবার ইদানীং আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরী করছে, তার মা, দিদিমা রা নাকি করতো এবং ফলও পেত। আমরা ওর নাম দিয়েছি আয়ুর্বেদাচার্য রুমী।রুমীর সাউথ কলকাতায় একটা নার্সারি স্কুলও আছে।

আর এক বন্ধু মৈত্রেয়ী ইদানিং একটা ক্লাউড কিচেন খুলেছে , নাম দিয়েছে পাঁচফোড়ন। ওর হাতের রান্না জবরদস্ত, একবার যে খেয়েছে বারবার অর্ডার করবে।ওর হাতের চিকেন রেজালা ,চিকেন রোল, মাটন কষা, আনারসি চিংড়ি আমরা চেটেপুটে খাই।বন্ধুরা সবাই প্রায় বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ছিল, এখন সব অবসরপ্রাপ্ত এবং চুটিয়ে জীবন উপভোগ করছে, দেশে, বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই কিন্তু বন্ধুদের জন্য সুভেনির নিয়ে ফেরে। এই গিফ্ট বিনিময় টা আমারা দারুণ

উপভোগ করি।ছোট ছোট জিনিস পেয়ে আমরা বাচ্চাদের মতো আনন্দে মেতে উঠি। একবার আমরা কত্তা গিন্নি ওদের সাথে ১০ দিনের জন্য আন্দামান নিকোবর বেড়াতে গিয়েছিলাম, কনভয় নিয়ে জারোয়া দের দেখা, সমুদ্রের নীচে গিয়ে কোরাল, মাছ , সামুদ্রিক জীব দেখা, রাধানগর বীচে স্নান সবই অসাধারণ ছিলো।এ ছাড়া ডে ট্রিপ তো চলতেই থাকে দেশে গেলে।

বয়স বাড়ছে , ভয় হয় , আর কতোদিন লং জার্নি করে দেশে যেতে পারবো কে জানে!
তবে, লস টা হবে আমারই বেশি, ওরা তো সবাই এক জায়গায় আছে , আমিই সুদূর প্রবাসে একা....
জীবনের শেষ দিনগুলো কি ভাবে কাটবে তার ঠিকানাও জানি না।

Millie Paul *hailed from Kolkata. Currently settled in Memphis after living in London, Toronto, and New York. Studied in Santiniketan, an active member of the Mid-South Bengali Association, and took part in various MSBA cultural and organizational activities for several years.*

রানা



Manjushree Ganguli

এত পুলিশ কেন ওদের বাড়ির সামনে? পাড়া প্রতিবেশীদের সবার একই প্রশ্ন ওরাতো খুবই ভালো লোক, তবে? প্রশ্নের উত্তর আসতে দেরি হলো না। আমরা কি সব জানি কার মধ্যে কি আছে? আর একজন কি বলতে গিয়ে একজন পুলিশকে যেতে দেখে সবাই ছেঁকে ধরল। কি হয়েছে একটু বলবেন? উত্তর এলো একটি ছোট ছেলে সুইসাইড করেছে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। উত্তর পাবেন না।

রানা ওদের বাড়ির ছোট ছেলে, সকালে মা ডাকতে গিয়ে দেখে বিছানায় তার মৃতদেহ। পাশে একটি চিঠি। তাতে লেখা, "মাগো তুমি দুঃখ পেয়ো না, রাগ করো না, বলো তুমি রাগ করবে না। তুমি তো জানো, চিরকালই আমি দিদিদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসতাম। ওদের জামা, মাথার চুল বাঁধা আমার খুব খুব ভালো লাগতো। তুমি তো জানোনা মা কতবার আমি বাড়ি ফাঁকা পেয়ে নিজেকে ঠিক দিদির মতো করে সাজিয়েছি। বেশ ভালো দেখাতো আমাকে মা। কিন্তু কেউ আসার আগেই আবার তা খুলে আমি আবার রানা হয়েছি। তুমিও তো কতবার বলেছ, রানা ওইভাবে কথা বলোনা, ওটা কেমন মেয়েলি মেয়েলি শোনায়। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, কেন?

সেদিন ক্লাসে অঙ্কের টিচার বলেছিলেন, "রানা তুমি তো পড়াশুনায় বেশ ভালো। চেষ্টা করলে তুমি নিশ্চয়ই বড় একজন কেউ হতে পারবে।" তারপর একটু কাছে বলেছিলেন, "তোমার ওই মেয়েলি ভাবটা ছাড়তে হবে।" জানো মা সেদিন খেলার মাঠে আমি খালি বলেছিলাম দেখো মেয়েরা কত সুন্দর সুন্দর কত রকমের জামা পড়ে এসেছে আর আমরা শুধু প্যান্ট আর শার্ট। একজন তো বলে উঠেছিল যানা ঐরকম কাপড় জামা পরগে। একটা মেয়ে কোথাকার। একজন এসে আমার গালে এক চড় মেরে হাসতে হাসতে চলে গেছিল। সে কথা আমি তোমায় বলিনি। আমি জানতাম তুমি কষ্ট পাবে। মাগো তুমি দুঃখ পেয়ো না। সেই যেদিন আমাকে ওরা মারল আমার বড় দুঃখ হয়েছিল। ভেবেছিলাম কেন আমি নিজেকে পাল্টাতে পারিনা। সেদিনই ঠিক করেছিলাম এ জীবন হতে মুক্তি চাই। আমি তো তোমায় সব কিছুই বলি। একথা তোমায় আমি কিছুতেই বলতে পারিনি। তুমি আমায় ক্ষমা করো মা আমি ভালই থাকবো।" সন্ধ্যে হয়ে এলো। পুলিশের লোক রানার শরীরটা নিয়ে চলে গেল। বল্লো দিন দুয়ের মধ্যে পোস্টমর্টেমের রেজাল্ট পেয়ে যাবেন।

এইতো আর কদিন পরেই রানার জন্মদিন। কেউ গলা জড়িয়ে বলবে না "মাগো আমি শীতে জন্মেছি। খেজুর গুড়ের পায়েস আর কিছু না।" আরো কতো কথা সমুদ্রের ঢেউ এর মতো আসে আর যায়। সন্ধ্যের পর রাত আসে আবার সকাল হয়।

Manjusri Ganguli *has been in Memphis since 1974 and is one of the founder members of MSBA. She loves to do gardening, singing, and writing literary articles.*

গ্রাম বাংলার "পূজো"

প্রীতি চৌধুরী

আকাশ কোণে উঠল ভেসে ধূসর মেঘের ভেলা,
নদীর তীরে কাশবনেতে লুটোপুটি খেলা ।
আগাম তারা জানিয়ে দিল আসছে শারদীয়া,
দুর্গা মায়ের আগমনে উঠল নেচে হিয়া ।
শুভক্ষণে দুর্গোৎসব আলো ঘরে ঘরে,
সবার তরে নতুন কাপড় কেনার ধুম পড়ে ।
এই পাড়াতে একটি পুজো ওই পাড়াতে দুই,
খাল পেরিয়ে বদ্যি পাড়ায় হচ্ছে না কি ছয়।
অন্ধ মামা হাকিয়ে বলে শোনরে সবাই শোন,
আমার একটি হাতে ধরবি শ্যামা অন্য হাতে ফোন।
নতুন জামা কাপড় পরে সবাই এসে হাজির,
খেয়া পারাপারের জন্য দেখা নাই মাঝির।
রীতিমত পূজা শুরু হয়ে গেল বলে,
সাঁকো দিয়ে খাল পেরুতে সবাই গেল চলে।
যেই না গেল মধ্যিখানে সাঁকো ভেঙে গিয়ে,
পড়ল খালে ছেলে বুড়ো সবাই হুড়মুড়িয়ে।
কূলে উঠে দেখল সবাই অন্ধ মামা নাই,
ডাকাডাকি শুনে বলে আমি যে এথায়।
সন্ধ্যারতি শুরু হলো বাজে ঢাক ঢোল,
শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে উলুধ্বনি হয় অনর্গল।
ধুপ দীপ হস্তে নিয়ে এক তালেতে নাচে,
কখনো বা মাথায় নিয়ে কখনো বা পিছে।
চতুর্দিকে জলে যখন লাল নীল বাতি,
কি অপরূপ মায়ের মূর্তি শোভে দিবারাতি।
কোঁচর ভরে প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি,
জ্বরে কাতর মামা আমার করছে ডাকাডাকি।
অষ্টমীতে কুমারী পূজায় গ্রামবাসী মিলে,
সব প্রতিমা পরিদর্শন করেন দলে দলে।
মণ্ডপেরই ধারে কাছে কোথাও বসে মেলা,
হাতি ঘোড়া মন্ডা মিঠাই কেনা শিশুর খেলা।
কোন শিশু খেলনা পেয়ে মাথায় তুলে পাড়া,
বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে কেউ খুশিতে আত্মহারা।
অষ্টমী আর নবমীর মহা সন্ধিক্ষণে,
সন্ধিপূজা মহাপূজা করেন ব্রাহ্মণে।
মৃন্ময়ীতে চিন্ময়ীর মহা আবির্ভাবের পরে,
মহিষাসুর করলো নিধন "চামুন্ডা"রূপ ধরে।
অষ্টোত্তর শত প্রদীপ জ্বালিয়ে ভূতবলি,
সাঙ্গ হলো সন্ধিপূজা প্রদানে অঞ্জলি।
দশমী শেষ বিদায় বাঁশীর সুর যখনি বাজে,
সিঁদুর দিয়ে রাঙায় মাকে বিসর্জনের সাজে।
নারীরা সব সিঁদুর খেলায় যখন উঠেন মেতে,
সে কি মজা! চারটি দিনের সব আনন্দ তাতে।
ঢাক পিটিয়ে দলে দলে পুরুষ শিশু নারী,
প্রতিমারই পিছু পিছু চলেন সারি সারি।
অবশেষে আসলো চলে বিসর্জনের পালা,
মায়ের পায়ে সবাই মিলে ঢালে ভক্তির মালা।
দুর্গা মা-ই কি জয় বলে মায়ের বিসর্জন,
দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে গৃহে আগমন।
একটি বছর থাকবো মোরা তোমার প্রতীক্ষায়,
সপরিবারে নিয়ে এসো "সুন্দর এ ধরায়"।

Carrying the cannonball flowers, a sketchbook log from Pondicherry



By Arijit Basu

Exploring the Cultural Riches of Pondicherry

Introduction to Pondicherry

Pondicherry, often referred to as Puducherry, is a charming coastal town that beautifully encapsulates a unique blend of French and Indian cultures. Once a prominent French colony, it showcases a rich history intertwined with the vibrant essence of contemporary India. As you stroll through its streets, you can feel echoes of both colonial elegance and traditional Indian life, creating an enchanting mosaic of experiences.

A Historical Gem

Established by the French in the 17th century, Pondicherry boasts numerous historical landmarks that reflect its colonial past. The French Quarter, with its colorful colonial buildings and tree-lined boulevards, invites travelers to immerse themselves in a setting where time seems to stand still. Here, you can visit the Pondicherry Museum and admire artifacts that narrate the town's fascinating story.

Cultural Fusion

Pondicherry's architectural marvels blend Eastern and Western influences, resulting in stunning structures such as the Church of the Sacred Heart of Jesus and Sri Aurobindo Ashram. The intertwining of cultures extends beyond architecture, influencing the local cuisine, where French delicacies meet Indian spices to create dishes bursting with flavor.

Scenic Beauty

Surrounded by breathtaking scenery, including pristine beaches and lush gardens, Pondicherry offers ample opportunities for reflection and relaxation. As you explore the town, the serene atmosphere invites a deep appreciation for this vibrant locale, making it a memorable destination for travelers seeking cultural and historical enrichment.

Journey from Chennai to Pondicherry

The journey from Chennai to Pondicherry is a picturesque escape that sets the tone for the adventure ahead. Booking a cab was a seamless experience, with multiple options available via ridesharing apps or local services. I opted for a comfortable cab, excited about the two-hour drive along the scenic East Coast Road, which promises beautiful views of the coastline.

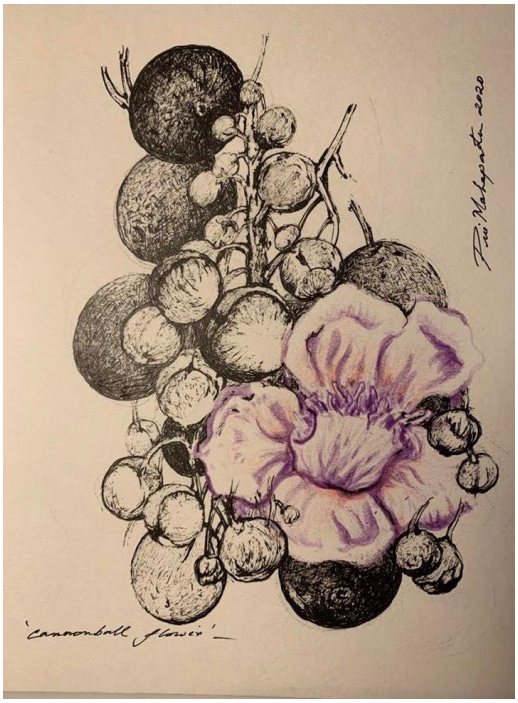

Scenic Route

As we embarked on our journey, the sights along the highway were captivating. The route meanders through charming towns such as Mahabalipuram, known for its ancient rock-cut temples, where a brief stop can reveal historical treasures. The coastal landscape alternates between lush green fields and a shimmering view of the Bay of Bengal, creating a visual feast. Notable landmarks like the Munnaradi Lighthouse peeked through the palm trees, reminding me of the region's seafaring history.

Thoughts and Feelings

With the sun shining brightly overhead, exhilaration filled the air. Each passing moment brought with it a deeper sense of anticipation. The salty breeze filtered through the car windows, bringing hints of the ocean that awaited us. I reminisced about the rich French heritage that characterizes Pondicherry, and I felt an eagerness to explore its blend of cultures firsthand.

As we drew closer to our destination, the vibrant streets of Pondicherry came into view, marking the onset of an unforgettable experience steeped in history, culture, and personal discovery.

Experience at Sri Aurobindo Ashram

Visiting the Sri Aurobindo Ashram was an integral part of my journey in Pondicherry, offering a refuge of tranquility amidst the bustling streets. Upon entering the Ashram, I

instantly felt a wave of peace wash over me. The Ashram, founded by the philosopher and yogi Sri Aurobindo, emphasizes spiritual growth and integral yoga, fostering an environment perfect for introspection and meditation.

Meditation Practices

Each morning began with guided meditation sessions that encouraged mindfulness and deep breathing, allowing participants to connect with their inner selves. The serene atmosphere amplified the experience, as the gentle rustling of leaves and distant chants created a harmonious backdrop. These moments of stillness were not just refreshing; they were transformative, deepening my appreciation for the Ashram's teachings.

Breakfast Experience

After meditation, I reveled in a simple yet fulfilling breakfast. The communal dining area offered wholesome meals prepared with love, including fresh fruits, bread, and traditional Indian dishes. Sharing this meal with fellow visitors fostered a sense of community, highlighting a core aspect of the Ashram's philosophy – togetherness in growth and understanding.

Interaction with the Environment

As I explored the expansive grounds, the lush gardens and peaceful pathways provided solace amidst vibrant blooms. Sitting on a bench near the meditation tree, I observed both locals and travelers enjoying the essence of the Ashram. Conversations with residents revealed insights into daily life here, enriching my experience and reinforcing the significance of this sacred space in my journey. The Ashram's quietude was a testament to its enduring legacy, encapsulating both the essence of Pondicherry and the journey of self-discovery.

Cultural Exploration in Auroville

A visit to Auroville was a profoundly enriching experience that highlighted the dynamic blend of spirituality and community. Founded in 1968, Auroville aims to be a universal town where people of all nationalities can live in harmony. As I approached the iconic Matri Mandir, the center of Auroville, a mix of skepticism and curiosity filled my mind. Could a place this ambitious truly exist?

The Matri Mandir Experience

The Matri Mandir is a stunning architectural marvel, designed for meditation and introspection. Upon stepping onto its grounds, a deep sense of tranquility enveloped me.

The meticulously landscaped gardens around the temple harmonize with the serene environment, inviting visitors to reflect and connect with their inner selves. I found myself drawn to the main chamber, which houses a giant crystal that radiates light, creating an atmosphere conducive to meditation.

Personal Reflections and Comparisons

Initially, my thoughts drifted toward comparisons with similar places like Nola in the USA, renowned for its spiritual retreats and eclectic community. While Nola offers vibrant energy, Auroville's essence feels more like a gentle whisper encouraging personal growth. Despite my initial skepticism about Auroville's ideals, I discovered a sincere depth in its collective pursuit of peace and unity.

Transformative Feelings

My time in Auroville proved to be transformative. As I meditated within the Matri Mandir, the worries of everyday life faded away, making room for clarity and insight. The contrasts between my sceptical thoughts and the profound experiences I encountered here underscored the essence of Auroville—a harmonious blend of humanity striving for a higher purpose.

Pondicherry's Architectural Wonders

Pondicherry is renowned for its captivating architecture, which showcases a unique fusion of French colonial and Indian styles. The town’s buildings narrate a history infused with cultural exchanges, making it an architectural treasure trove.

Mediterranean-Style Houses

One of the most striking features of Pondicherry is its Mediterranean-style houses. These colorful structures, adorned with verandas, intricate cornices, and vibrant facades, reflect the French influence on the town's aesthetic. As you wander through the French Quarter, you'll encounter charming streets lined with these houses, each telling a story of its own. Many of these homes have been converted into boutique hotels and cafes, preserving their historical essence while catering to modern visitors.

Churches and Temples

Pondicherry is also home to magnificent churches that stand as testaments to its colonial past. The** Church of the Sacred Heart of Jesus, with its stunning stained glass windows and Gothic architecture, attracts both worshippers and tourists alike. Meanwhile,

traditional Indian temples, such as the **Manakula Vinayagar Temple, contrast beautifully with the European designs, representing the harmonious coexistence of diverse cultures.

The French Quarter

The French Quarter is a hallmark of Pondicherry's architectural beauty, where European-inspired layouts meet hot Indian climate adaptations. Its broad, tree-lined avenues ensure a pleasant promenade, while the surrounding buildings showcase art deco elements alongside classical Indian motifs. This section of the town vividly encapsulates how French colonial architecture melds with local culture, creating an atmosphere that is both inviting and historically rich.

Pondicherry's architectural wonders offer a visual feast that reflects its unique identity, making it a must-visit for history buffs and architecture enthusiasts.

Local Attractions to Explore

Pondicherry is dotted with several attractions that provide a glimpse into its rich cultural tapestry. Here are some must-visit spots that enhance the overall experience:

Aayi Mandapam

Aayi Mandapam is a striking monument located at the entrance of the Bharathi Park, designed in the neoclassical style. This beautiful structure was built in honor of the French ruler whose efforts contributed to the park's establishment. The lush greenery surrounding the monument offers a serene environment, making it a perfect spot for quiet reflection and leisure strolls.

Goubert Market

For those wanting a vibrant taste of local life, the Goubert Market is a sensory wonderland. Vendors showcase a colorful array of fruits, vegetables, spices, and flowers, enveloping visitors with fragrant aromas and vibrant colors. Engaging with local merchants while shopping can lead to delightful exchanges about regional produce, enhancing the cultural depth of your visit.

Botanical Garden

The Botanical Garden, established in 1826, features a splendid collection of tropical plants. Its winding paths lead through serene landscapes, showcasing exotic trees and vibrant flowers. Spending a few hours here can rejuvenate the soul, while the garden's historical significance as a retreat for colonists offers a unique perspective on Pondicherry's past.

Auro Beach

Auro Beach is a tranquil escape that contrasts the energy of the nearby city. With golden sands and gentle waves, it is ideal for unwinding. Enjoying a leisurely walk along the shore at sunset or simply lounging with a good book can be breathtaking experiences. The beach serves as a reminder of the serene beauty that defines Pondicherry, enhancing its appeal as an idyllic getaway.

Culinary Experiences and Local Culture

Savoring Local Cuisine

The culinary landscape of Pondicherry is as rich and diverse as its history. A true highlight of my visit was participating in local cuisine tours that not only tantalized my taste buds but also deepened my understanding of the region's flavors. These tours often began in bustling markets, where vibrant displays of fresh produce, spices, and regional delicacies could be found.

Some must-try dishes I encountered included:

Pepper Chicken: A spicy, aromatic dish that encapsulates the Indian penchant for heat.

Biryani: This fragrant rice dish is often layered with marinated meat and cooked to perfection.

French Croissants: A remnant of colonial influence, these buttery delights are best enjoyed fresh from local bakeries.

Cooking Demos and Unique Dishes

I also had the opportunity to attend traditional cooking demonstrations led by local chefs. These sessions were immersive and educational, allowing me to learn about the use of local spices such as curry leaves, mustard seeds, and coconut milk. Preparing dishes like masala dosa and seafood curry gave me a hands-on experience of the techniques and ingredients that define South Indian cuisine.

Local Markets and Eateries

Pondicherry's food culture thrives in its lively markets and cozy eateries. The Goubert Market stands out, bustling with vendors selling everything from colorful spices to fresh seafood. For dining, I discovered charming cafes in the French Quarter that serve fusion dishes blending Indian spices with French culinary techniques.

This culinary journey through Pondicherry reflected the unique cultural tapestry of the region, seamlessly marrying Indian zest with French sophistication, creating an unforgettable gastronomic experience.

Adventurous Activities in Pondicherry

Pondicherry is not only a feast for the senses but also a thrilling playground for adventurers. Among the varied activities, fishing in a catamaran and embarking on long drives to picturesque beaches topped my list of experiences that stirred excitement and joy.

Catamaran Fishing

Fishing in a traditional catamaran is an exhilarating way to connect with the local fishing culture. The adventure began at dawn, as I boarded the sturdy vessel, eager to explore the azure waves of the Bay of Bengal. The rhythmic sway of the boat enhanced the anticipation as I cast my line into the shimmering waters, surrounded by the tranquil sound of the sea. Moments later, the thrill of reeling in a lively catch ignited a sense of triumph. This fishing experience not only provided excitement but also offered breathtaking views of the coastline, with vibrant fishing boats dotting the horizon against the rising sun.

Scenic Beach Drives

For those who prefer land adventures, long drives to the pristine beaches near Pondicherry deliver a different kind of thrill. The stretch from the town to Auro Beach is lined with swaying palms and offers stunning views of the coastline. With the wind in my hair and the sun warming my skin, I felt free as I navigated through scenic paths that beckoned travelers to stop for photos. The beaches are often far less crowded, allowing for quiet reflection while taking in the serene beauty of the golden sands and crashing waves—a perfect culmination of adventure and tranquility.

Diversity of Experiences

From casting lines in the open sea to cruising along serene coastal roads, these adventurous activities in Pondicherry merge excitement with nature's calming embrace, ensuring that every moment is filled with wonder.

Art and Cultural Workshops

Pondicherry offers an immersive experience for art enthusiasts through its vibrant art and cultural workshops. I had the opportunity to participate in several engaging sessions,

including vetiver weaving and contemporary art, which provided a glimpse into the local artisans' creativity.

Vetiver Weaving Workshop

The vetiver weaving workshop was particularly captivating. Vetiver, a fragrant grass native to the region, is used to create exquisite mats and products. Under the guidance of skilled artisans, I learned the intricacies of this ancient craft. The atmosphere in the workshop was electric, with the rhythmic sounds of weaving and the fragrant scent of vetiver enveloping us. This hands-on experience not only sharpened my crafting skills but also deepened my appreciation for the patience and artistry involved in this traditional practice.

Interaction with Local Artists

Engaging with local artists was an enriching aspect of my time in Pondicherry. The warmth and enthusiasm radiating from the craftsmen and women made each session exceptionally personal. They generously shared stories about their art forms, whether it was traditional painting or pottery. The open dialogue created a space for meaningful exchanges, allowing me to understand the cultural significance of their work. Their passion inspired me, highlighting the importance of preserving these art forms as a tie to their heritage.

Contemporary Art Experiences

In addition to traditional crafts, I explored contemporary art installations around the town. One notable experience was visiting a local gallery that showcased works by emerging artists. The creative atmosphere was palpable, as vivid colors and imaginative designs reflected the unique blend of Indian and French influences. These workshops, combined with the lively art scene, encapsulated the heart of Pondicherry—a place where creativity flourishes amid rich cultural roots.

Reflections on the Journey

Traveling to Pondicherry was more than a mere trip; it became a transformative journey that deepened my understanding of the intricate tapestry woven by history and culture. The juxtaposition of French colonial architecture against the backdrop of vibrant Indian life offered profound insights into how two distinct cultures can coexist harmoniously.

Embracing Cultural Diversity

Throughout my stay, I was continually impressed by the welcoming smiles and the warm-heartedness of the locals. Engaging in conversations with practitioners of traditional crafts allowed me to appreciate the dedication involved in their work. From the art of vetiver weaving to the culinary workshops, each experience underscored the region's rich heritage and cultural diversity.

Personal Growth through Exploration

The serene environment of places like the Sri Aurobindo Ashram provided moments for introspection. The meditation sessions facilitated a connection with my inner self, promoting personal growth and mindfulness. Witnessing the harmonious blend of spirituality and daily life was inspiring, offering valuable life lessons that resonated long after leaving Pondicherry.



Artist- Piu Mahapatra
Medium- Pen and colored pencil on paper

Echoes of History

As I wandered through the French Quarter, I felt the echoes of history—each building a testament to a time when Europe met India in the most enchanting ways. This historical significance enriched my journey, enhancing my appreciation for the complex layers of identity present in the town's vibrant streets.

Reflecting on my experiences, it's clear that Pondicherry is not just a destination but a living narrative that invites travelers to immerse themselves, learn, and grow amidst its unique cultural landscape.

Arijit Basu *- writer, social influencer, Author of "Becoming A Special You", Sr. Clinical Research Engineer/ Data Analyst, Educator, Coach, Brand Ambassador, Journalist, Show host, Entrepreneur, Mentor, and Advisory Council Member of DAWN NextGen Scholars Program Powered by Dawn Research and Development Council (DRDC).*

মহালয়ার সকাল



অঙ্কিতা গুপ্ত

ভোরের অন্ধকার তখনো পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। বাড়ির উঠোন থেকে হালকা কুয়াশার সাথে ভেসে আসছে শিউলির গন্ধ। অনিন্দিতা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকালো, শিউলির গন্ধ, বাতাসে ভেসে আসা ঠান্ডা হাওয়া, সব মিলিয়ে যেন বলছে—"মহালয়া এসেছে।"

রেডিওতে বাজছে "মহিষাসুরমর্দিনী", আর সেই সুর শুনলেই মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। দিদার সঙ্গে বসে ভোরবেলা গান শোনা, খালি পায়ে উঠোনে দৌড়ানো, উঠোন থেকে শিউলি কুড়োনো—সব স্মৃতি কেমন যেন মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু আজ দিদা নেই। নেই সেই হাসি, নেই সেই হাত ধরে এগিয়ে দেওয়ার প্রেরণা। তবুও মনে হলো দিদা যেন পাশেই আছে। সেই একগাল মিষ্টি হাসি নিয়ে যেন ওকেই কতকিছু বলছে।

অনিন্দিতা জানালার বাইরে তাকিয়ে বলল—

"মা, এসো। এই পৃথিবীর অন্ধকার, ব্যথা আর দুঃখ সব দূর করে আমাদের জীবন আলোকিত করো।"

বাতাসে কাশফুলের হালকা দুলন, আকাশে সূর্যের প্রথম আলো—সব মিলিয়ে মনে হলো ওই তো মা আসছেন, সিংহে চেপে, ত্রিশূল হাতে, মা আসছেন সমস্ত অশুভকে ধ্বংস করতে ।

অনিন্দিতা নিজের মনেই বলে উঠল -

" মহালয়া মানে শুধুই উৎসব নয়। এটা আমাদের নতুন আশা, বিশ্বাস আর শক্তির প্রতীক।"

অনিন্দিতা বুক ভরে শ্বাস নিল। সে বুঝতে পারলো, মহালয়া কেবল দেবীর আগমন নয়, এটি জীবনের অন্ধকারকে ভেদ করে আলোর পথ দেখানোর একটি প্রতিজ্ঞা। প্রতিটি ফুল, প্রতিটি শঙ্খধ্বনি, প্রতিটি সুর—সবই যেন বলছে, "আলো এসেছে।"

মহালয়ার সেই সকাল অনিন্দিতার মনে গেঁথে গেল। আজ থেকে প্রতিটি বছর সে জানবে, অন্ধকার যতই হোক, মা দুর্গার আলো সবসময় বিজয়ী।

Ankita Gupta, *a mathematician by education, has a real passion for music and has discovered her niche in Bengali folk music, Loksangeet, and is a frequent theatrical performer in Kolkata. Earned numerous honors, notably a junior fellowship from the Ministry of Culture, Govt. of India. Her fame soared when she was approached by two major recording powerhouses, SaReGaMa and Svf.*



অদ্বিতীয়

Tanima De

চিরদিনই যোদ্ধা তুমি

না পাওয়া কে পাওয়ার জন্য

সীমিত কে অসীম করে তোলার জন্য ।

সুন্দরের জন্য

অমৃতলোকেও যদি মলিনতা

থাকে সেখানেও তুমি

সরব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ।

প্রতিবাদের অন্য নাম তুমি

ভালোবাসার অন্য নাম তুমি

স্বপ্ন, কবিতা, ভালোবাসার

অন্য কোন প্রতিশব্দ নেই

আমার কাছে ।

যারা ভীরু, দুর্বল চিত্য

যারা জিজ্ঞাসে ভালোবাসা কাকে বলে

তারা তোমায় দেখুক, শিখুক ।

Pujo Parenting in USA



Dr. Jheelam Banerjee

Growing up in India, festival season was always a big deal—think new clothes, mountains of food, and relatives popping up like mushrooms after rain. Honestly, I still get just as excited here in the US, even if my "festival season" now involves less dhunuchi naach and more pumpkin spice. I have to hand it to our committee—they do a fantastic job recreating that Durga Pujo vibe, giving us a taste of home right here in the land of drive-thru's and superstores.

But here's what baffles me: my child is way more excited about Christmas than Pujo. I get it, the US is a different planet—no holidays for our festivals, no pandals to hop, and my kid's friends are mostly non-Indian, so Pujo is just "that thing my parents drag me to." When I ask why Christmas wins, he shrugs, "Gifts, Mom. It's all about the gifts." Can't argue with that. As kids, we waited all year for Pujo because of the presents, new dresses, shoes, and general fun. Honestly, Christmas and Pujo are neck-and-neck in the competition for "Best Bribe for Children."

Now, let's talk about Pujo Parenting—an extreme sport if there ever was one. It keeps evolving faster than my son's shoe size. When he was little and we lived in Knoxville, he was surrounded by friends his age and loved the Pujo celebrations. But challenge number one had already sprouted: the Great Indian Outfit Meltdown. I bought him gorgeous kurta-pyjamas and sherwanis, imagining him as a mini-movie star. He wore them once, then declared they were "itchy" and "prickly," and launched into a protest: "Why can't I wear shorts or regular clothes? Why the torture, Mom?"

So, we graduated to Fab India cotton kurtas—so soft, so expensive (thank you, grandparents!). But then came the next hurdle: the pyjama thread. It had a knack for knotting itself at the worst possible moments, causing more drama than a Bollywood villain. I got so desperate to keep him in a kurta-pyjama that, days before Pujo, I started whispering in his ear like some sort of mantra: "Pujo te amra jabo, pyjama ar panjabi pore, and we'll have so much fun." I didn't realize the power of my brainwashing until one day; while waiting to pick up my husband from work, I casually asked my son what he wanted to study when he grew up. Unfortunately, "porbe" (wear) and "podbe" (study) sound suspiciously alike. So when I asked, "Tumi boro hoye ki podbe?" he looked me dead in the eye and replied, "Pyjama Panjabi." Clearly, I'd overdone the pep talks.

We've now moved on to elastic-waist pyjamas to avoid the thread drama, but the grumbling persists. As long as he wears it and shows up at the Pujo mandap, I count it as a win—even if he looks like he's attending a fashion show for reluctant models.

Then came the pre-teen years and our move to Memphis—right in the middle of Covid. No friends, no family, just an identity crisis and a whole lot of hand sanitizers. Challenge number two took shape: "Do I really have to go? Can't you just pray for me, Mom?" Nice try, kid. Sorry, but spiritual outsourcing isn't an option. So begins the multi-day prep: I remind him daily, "Pujo is coming in 5…4…3…2…1 days!" (Thank you to his doctor for suggesting timelines to avoid tantrums. I may have gone overboard.)

The day arrives. Cue the drama: "Can you hire a babysitter for me? Can I stay with a friend?" Nope. You're coming. Next: "How long do we have to stay?" When he was younger, road trips were all about "Are we there yet?" Now, it's "Is Pujo done yet? Can we go home?" Maybe every parent goes through this struggle—do you let your kid do his own thing while you enjoy Pujo, or do you drag him along and both suffer through it? I pick option two. We're Indian; we thrive on challenges, right?

This saga repeats for Durga Pujo, Kali Pujo, and Saraswati Pujo. For Kali and Saraswati Pujo—one-day wonders—I can bribe him with McDonald's. But the three days of Durga Pujo? That's the Olympics of bribery: unlimited screen time, fast food galore, whatever it takes to keep him culturally inclined.

Now that he's old enough to legally stay home alone, challenge number three has arrived. My mind says, "Leave him—less drama!" but my heart says, "But what about his roots?" So, the dragging continues. The worst part? No kids his age at the mandap, so the fun factor is at an all-time low.

Someday, I'll probably just let him stay home, and we'll both be happier. Maybe, when he grows up, he'll realize the magic of Pujo I've tried so hard to pass on. Maybe, when he has kids of his own, his dormant Pujo excitement stem cells will finally activate, and he'll be the one whispering, "Pyjama Panjabi" in their ears. Until then, I'll rest my case—and my mind.

Disclaimer: Everything in this article is purely my thoughts and doesn't reflect on the community or other moms' parenting in the US. In the 1 in a billionth scenario that this article goes viral, please don't come after me, people (smiley face).

Dr. Jheelam Banerjee *is an active member of the community and loves to participate in all MSBA activities. She works as a Senior Manager in Clinical Affairs in a Medical Device Company. She has been residing in Memphis, TN for the past 5 years. In her free time, she loves to read, travel, and spend time with friends and family.*

An Immigrant's Perspective on the Economy and Capitalism in the US

Satarupa Chakraborty

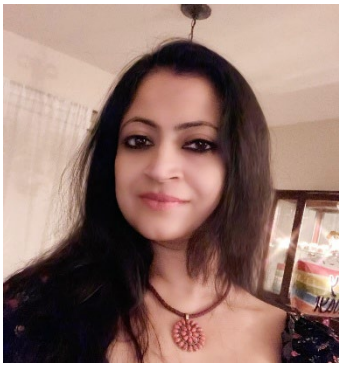

When I first landed in the US, the first thing that struck me was the unobstructed view of all the stores and businesses at night. They remain well-lit 24/7, indicating this is a country where economic activity and consumerism are always prioritized. This constant illumination was more than just a visual spectacle; it was a symbol of a nonstop economy, a country where commerce and consumerism never take a break.

As an immigrant, coming from a land with a rich cultural heritage and a slower pace of life, I found this vibrant scene both fascinating and inspiring. It reflected a society that values hard work, continuous progress, and economic activity. The fact that many stores and businesses stay open late into the night showed how important commerce is to the

American way of life. It isn't just about making money; it's about creating opportunities, fueling innovation, and strengthening communities through enterprise. The other thing that was very overwhelming to me was the relatively fewer holidays compared to my home country. While holidays are essential for rest and reflection, the American work ethic emphasizes perseverance and dedication. People are encouraged to work hard, innovate, and contribute to the economy every single day. This relentless drive ensures that the country's economic engine keeps running, providing livelihoods, technological advancements, and a higher standard of living for its citizens.

Living in the US helped me understand how capitalism supports this busy and lively economy. With its focus on free enterprise and competition, Capitalism fosters an environment where businesses thrive and individuals have the opportunity to succeed based on their efforts.

In conclusion, some of the policies and decisions by the current administration are not only eroding free-market capitalism but also driving the country toward domestic socialism.

Artist: Niharika Bar *is a Third-grade student from Schilling Farms Elementary School. I am willing to share my drawing with the MSBA community.*





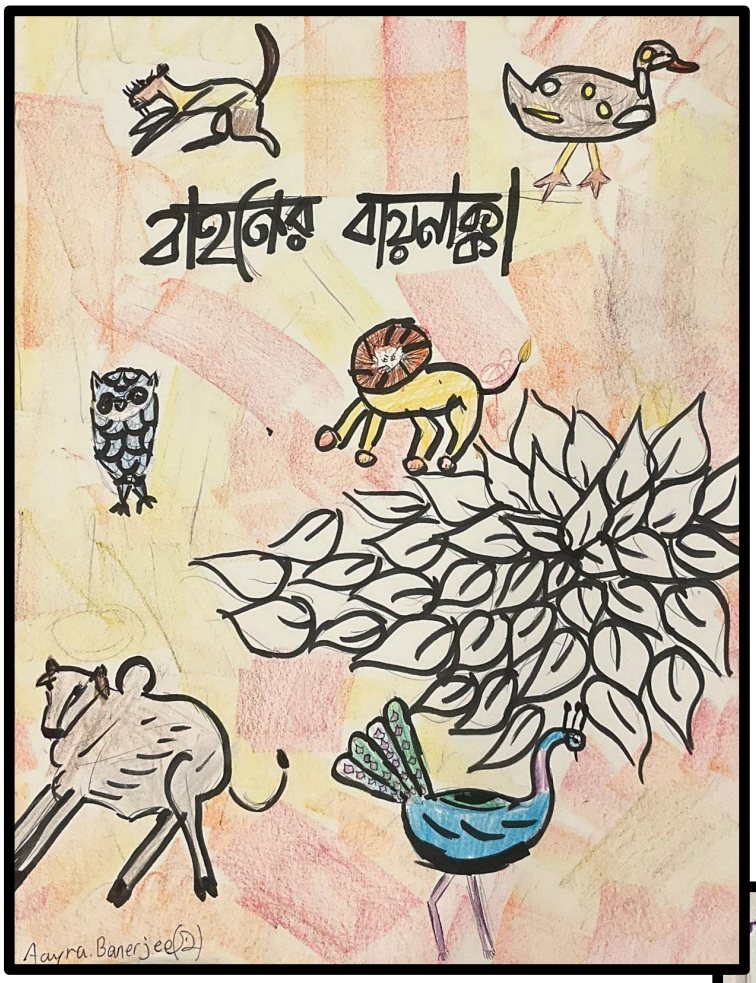



Artist: Aayra Banerjee, *Art crazy, Always helpful, Yoyo crazy, Riverdale raiders, Always loving*

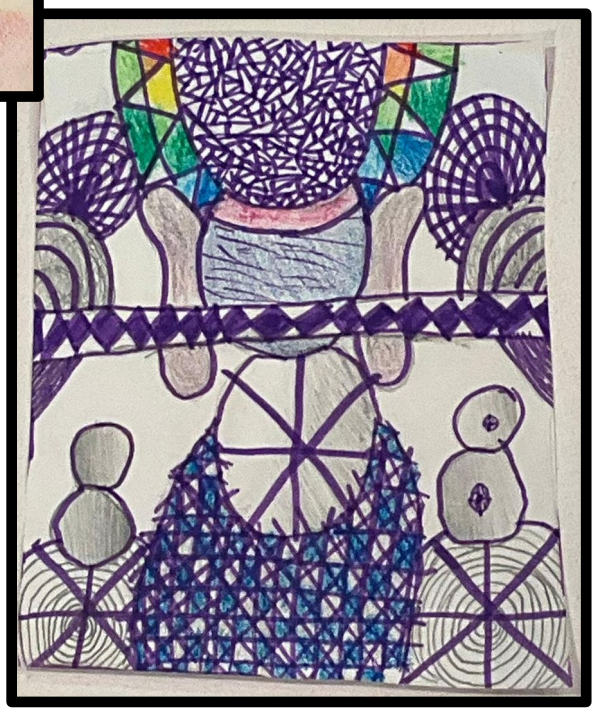

Artist: Alekhyo Narayan Dey *is a joyful little boy who is 5 years old and a kindergartener at Dogwood Elementary School. He loves to draw, and his favorite playtime is with cars.*





Artist: Arinjoy Chakraborty: *Arinjoy is a budding young artist of our community and is the son of Sanket and Aritri Chakraborty. Arinjoy is just 9 years old and goes to Farmington Elementary School.*



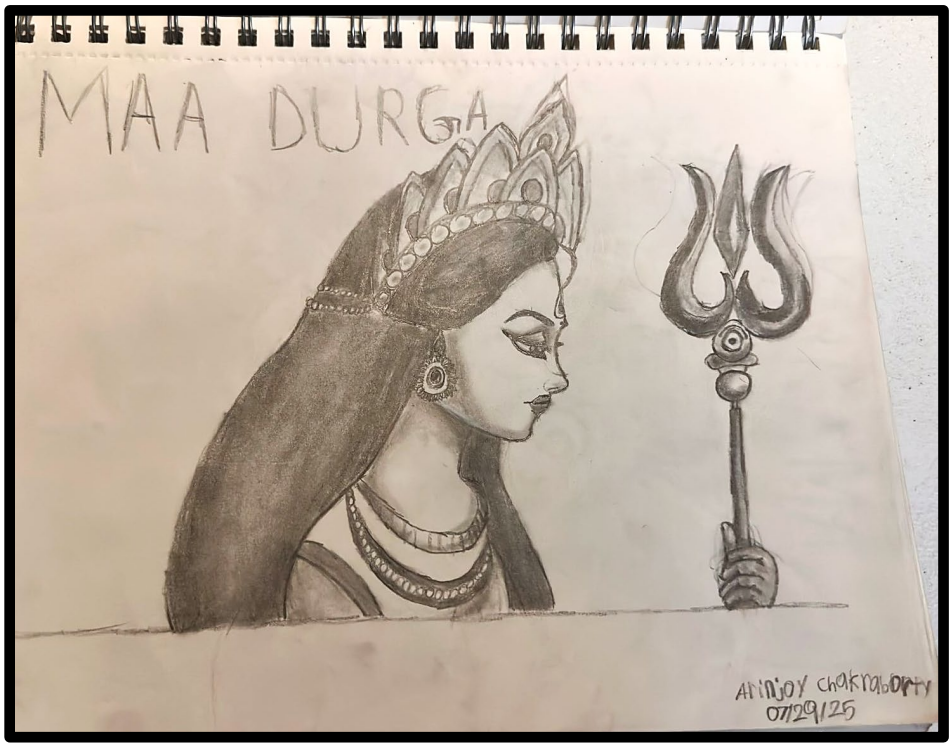



Artist: Kavi Sunderland *is a 5th grader who wants to be a herpetologist when she grows up. She has a cat named Chester. She's proud of her half Asian-Indian and half Caucasian-American heritage.*



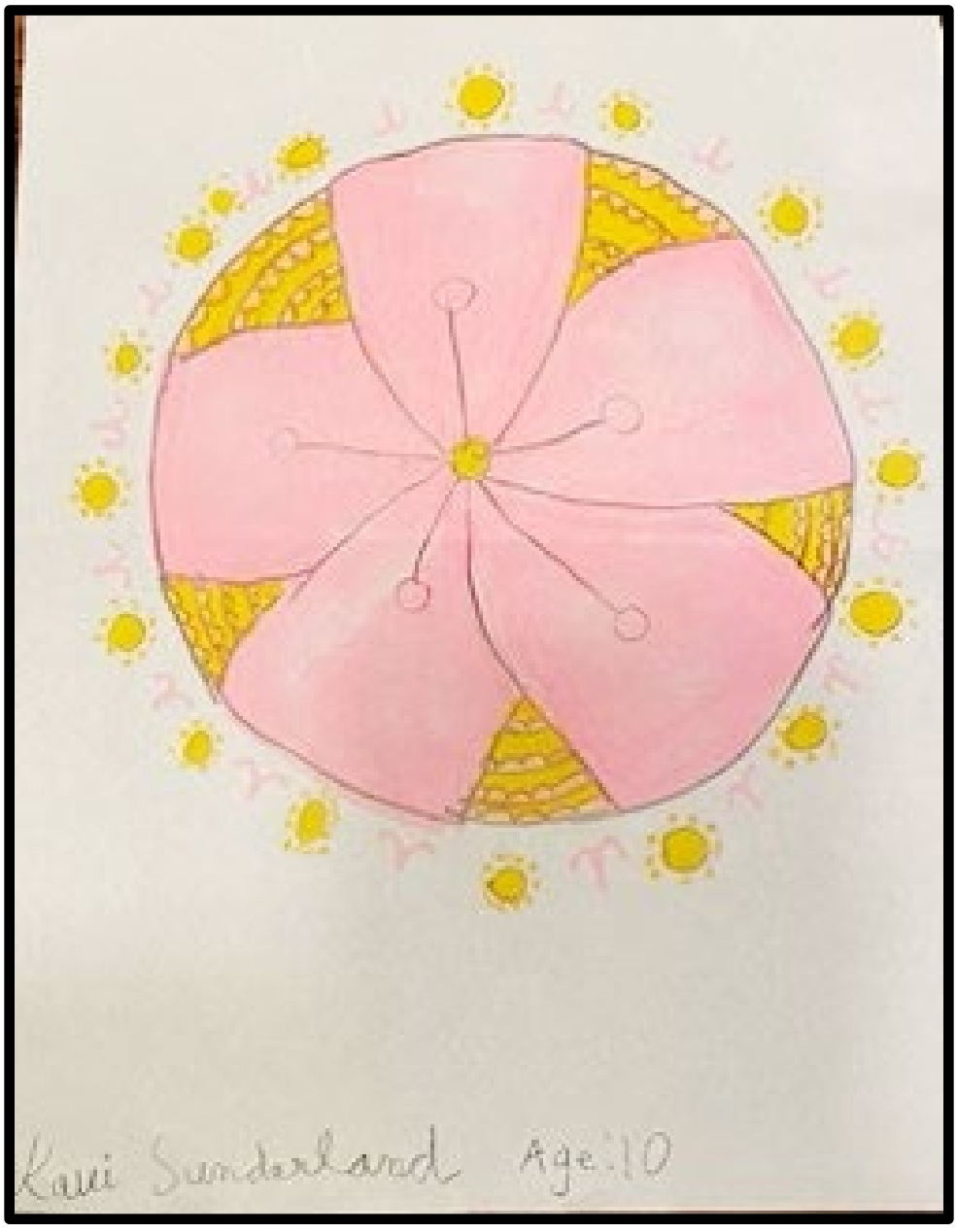

ফুল ফোটানোর কবি



জুলি বসু রায়

ঘুমের হৃদয় জাগিয়ে তোলার মতো-
দু-একটি ক্ষণ আসে পাশে থাকা,
দু-একটি দিন অনেক গভীর কথায়,
দুই মিলিয়ে একটি জীবন আঁকা-
স্বপ্ন যেমন হয়।

তুই ফুল ফোটানোর কবি
তোর জলের ধারে ঘর
এলোমেলো অনেক রকম স্রোতে
অকাতরে ভাসে আপন পর

তোর রাত্রি জাগা স্বপ্নে ডুবে থাকে
তোর রাত্রি জাগা অন্ধকারে চেয়ে
অন্ধকারের অন্ধ গভীরতায়
হারিয়ে যাসনে চঞ্চল শান্ত মেয়ে

শ্রাবন ধারায় বাশিস ভালো তবু
মেঘের দোলায় ভাসিয়ে নিয়ে যাস।
আলোর মতো, নেই আলোতেও আজ
তোর আছে অনেক ফুল ফোটানোর কাজ।

তারপর রাত্রি শেষ হলেও
দু চোখ ভোরে স্বপ্ন বেঁচে থাক
প্রথম ভোরের মনের মতো
দু চোখ ভোরে রৌদ্রকোনা মাখ।

আলোয় থাকিস, ভালোই থাকিস কবি,
শুধু আপন মনে, ভালোবেসে আঁক -
ফুল ফোটানোর ছবি।

Julie Basu-Ray *has lived in Memphis for the last 7 years, teaches at the university, likes to read books, listen to songs, and write articles, stories, and poems.*

শারদীয়া দুর্গাপূজা



কৃপাসিন্ধু বিশ্বাস

শারদীয়া দুর্গাপূজা বড় পূজা
সনাতনীদের প্রানের আবেদন,
আনন্দ বিনোদনে হবে ভারি মজা
মায়ের আগমনে মাতিবে স্বজন।
হিন্দু আমরা যুগে যুগে এই দিনে,
মিলিত হই দুর্গাদেবীর আরাধনায়,
মাতৃরূপে প্রকাশ হয় এই ভুবনে,
সকলে যাই পূজায় মঙ্গল কামনায়।
এসেছে উমা মা ঢাকের বাজনা হচ্ছে ,
ঘণ্টার ধ্বনি উলুর ধ্বনি মন্দিরে ,
এখন তিথি পূজার প্রস্তুতি চলছে ,
জাঁকজমক প্যান্ডেলে অন্দরে বাহিরে।
যত দুঃখ বেদনা দূরীভূত হোক ,
মহাশক্তি মহামায়ার আবির্ভাবে ,
শত সহস্র উচ্ছ্বাসে আনন্দলোক ,
ধ্বনিত হোক ভক্তবৃন্দের মন্ত্রে।

চিন্ময়ী মা এসেছে বছর ঘুরে ,
থাকবে স্বল্প সময় অতি যতনে ,
পবিত্র শঙ্খধ্বনি বাজিছে মণ্ডপ জুড়ে ,
মায়ের আশীষ পেয়ে ধন্য হবো মনে প্রাণে।
(শুভ বিজয়া) মা বোনেরা মিলবে সিঁদুর খেলায়,
ভাসবে আনন্দ খুশির বন্যাতে ,
(বাজনার ধ্বনিতে) মোদের শত কষ্ট বিদায় বেলায়
প্রকাশিত হবে বেদনার অশ্রুতে।
পূজা শেষে হবে প্রতিমা বিসর্জন ,
ফিরে যাবো আমরা নিজ নিজ ঘরেতে ,
আগামী বছরে মা দুর্গার আবাহন ,
প্রতীক্ষার ক্ষণ শেষে মহালয়া ফিরিবে।
আমরা বড় অসহায় প্রকৃতির কাছে ,
শক্তি রূপেনু মায়ের কাছে একান্ত প্রার্থনা ,
সুখ শান্তি ভালবাসায় মিলে মিশে,
দেশে বিদেশে থাকবো সবাই এই কামনা।

এ বাস কি ডানকুনি যাবে?



অসিত রঞ্জন রায়

"এ বাস কি ডানকুনি যাবে?"
বিরক্তির ভঙ্গিতে কন্ডাক্টার -
"কোথা যাবে তুমি?"
"আমি ডানকুনি যাব।"
"এটা এক্সপ্রেস, পরের বাসায় এসো।"
"এতে কি যাওয়া যাবে না?"
বিরক্তির ভঙ্গিতে কন ডাক্তারের জবাব –
"ভাড়া বেশি, বলছি তো পরের বাসায় এসো।"
কি ভাবলো মেয়েটি কিছুক্ষণ –
সাথে দুটি ছোট ছেলে।
ময়লা কাপড়ের বাঁধা পুটুলিটি নিয়ে –
উঠে পড়ল বাসে।
চা খেতে গেছে সব-
সিট আছে কি নেই –
খেয়াল না করে দাড়ালো এক পাশে।
এভাবেই তো এসেছে সুদূরের গ্রাম হতে।
বাসের এধার হতে আধার ঠ্যালা খেতে খেতে।
বাসটা ছাড়লো, কন্ডাক্টারের নজরে পড়ল
"আঃ তোমাদের যে নিষেধ করলাম!"
মেয়েটি নিরুত্তর, কি দেবে উত্তর।
ময়লা শাড়ি, নোংরা গা, এ বাসেতে বেমানান সে
অধিকারের প্রশ্ন তুললে যদি নামিয়ে দেয়?
সাথে আছে ভয়ার্ত চারটি চোখ
যারা চাপেনি এক্সপ্রেস বাসে,
পায়নি শহরের গন্ধ।
স্বামী কাজ করে ডানকুনিতে, রাস্তার কাজ।
হয়তো বা এ রাস্তাতেই মেরামতির কাজ।
তিন মাস পায়নি চিঠি –
দুদিন উপবাস, বেরিয়েছে নিতে খোঁজ।

খাবারের শেষ সম্বল টুকু দিয়ে
কিনেছিল সোডা মাটি।
তবু ছাড়েনি তেলচিটে মাথার চুলের জট।
তারই গন্ধ তাড়িয়ে নিয়ে যায়
বাসের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্তে।
রাস্তায় চলতে চলতে কত নোংরা ওদের পায়ে লাগে।
কত রুগ্ন ভিখারি পা জড়িয়ে ধরে-
অথচ, দুটি শিশুর ছোঁয়াকে এত ভয় -
কি জানি কোন জীবাণু আছে কিনা?
বাসের ঝাঁকুনির মাঝে ছেলে দুটি বসে পড়ে নিচে।
ভয়ে থাকে, কারো পা যদি ধরে ফেলে।
তবুও ঘটে বিপত্তি –
"আঃ ওদিকে যা।"
অথচ যাবার আর জায়গা নেই।
লোক বাড়ে, ওদের জায়গা কমে।
তত ছোঁয়া লাগে - আর এড়িয়ে থাকা যায় না।
তত খায় ঠক্কর-
ছেলে দুটি ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে।
গেটের কাছে গেলে বলে "এখানে কি? ভেতরে যাও ।"
ভেতরে লোকের গায়ে ছোঁয়া লাগে, বলে "এখানে কি ওখানে যাও।"
এভাবেই ঠক্কর খেতে খেতে-
একসময় একটি লোক বিরক্তি ভাবে বলে ওঠে "জানতাম ।"
"কোথা যাবে তুমি?"
বাসটা তখন দাঁড়ালো ।
বলল "ডানকুনি"।
"তাড়াতাড়ি নামো, এটাই ডানকুনি।"

অসিত রঞ্জন রায়, *অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, কামারপুকুর নিবাসী। ভালোবাসে বই পড়তে, গান গাইতে আর সব ধরনের মানুষের সাথে মিশে গিয়ে গল্প জামাতে। সৌম্যী রায় এর বাবা।*

Sharodiya. Devi. – Maa Durga



By Manish Kumar Bagchi

Autumn sky with patches of clouds,
Floating idly over a blue background.
Morning spreads the fragrance of "Sheoli"
Bunches of "Kash flowers" swing happily.
An aura of festivity and music in the air
Readied pandals, cheerful children there
Drums beating with ringing bells
Tuning "Agomony" with tweeting tales.
Devi arriving now, descending from hills,
Armed with weapons for the Demon to be killed.
Third eye on forehead lit up with anger,
For evils around that signaling danger.

P R A Y E R

O' Mother, be kind to listen to our ardent Prayers
Bestowed good on Mankind and the world of ours.
Let righteous justice prevail over the wrong
Make our Earth, -Heaven alike with loving songs.

Manish Kumar Bagchi, The Father, The Grandfather & Bagchi family's Greatest Inspiration.

Modi-র হোল আবার বিয়ে

অনুপম লাহিড়ী (মেম্ফিস, টেনেসি)



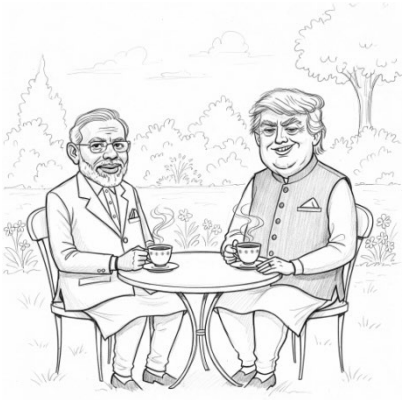

একটা মিষ্টি বিকেলে, সাদা বাড়ির মস্ত বাগানে, আমাদের নয়ন মোদী, দোলন ট্রাম্পের সাথে বসে চা খাচ্ছে। লেড়ো বিস্কুট চায়ে ডোবাতে ডোবাতে, নয়ন নিজের "মন-কী বাত" দোলনকে বলে ফেলল।

নয়ন: অনেক তো তারিফ-তারিফ খেলা হলো, এবার একটা মেয়ে দেখে দাও দেখি। বেলা বেলা বিয়েটা সেরে ফেলি।
দোলন বিষম খেতে খেতে বলে: এই চার কুড়ি বয়সে বিয়ে করবে? তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? নাহয় একটু তারিফ করেছি, তা বলে মাথাটা একেবারে গেছে?

নয়ন: YOGA করে, এক কুড়ি বয়েস কমিয়ে ফেলেছি। এবার একটা মনের মতো মেয়ে পেলে বিয়ে করে ফেলব। তোমার তো চেনাশোনা আছে, আমার একটা হিল্লে করে দাও দেখি।
সারাদিন কাজে-কাজে কেটে যায়, কিন্তু বিকেলটা আর কাটতে চায় না। খালি মনে হয়, আহা কেউ যদি থাকতো— একটু পিঠ চুলকে দেওয়ার জন্য, একটু পাকা চুল বেছে দেওয়ার জন্য— এই আর কি।

দোলন: তোমার পিঠ চুলকানোর অনেক লোক আছে, তার জন্য একেবারে বিয়ে করতে হবে? এবার থেকে না হয় তোমার তারিফ একটু কম করব।

নয়ন খুব রেগে যায়, বলে: খবরদার! কম করলে চলবে না— বরং 50% টা 60% করে দাও! তবে আমাকেও মলিনার মতো একটা বিশ্বসুন্দরী খুঁজে দাও।
এই কথা বলে নয়ন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদে ফেলল।

এইবার দোলন বাবাজি পড়লো মহা বিপদে, বলে: "দূর শালা! আবার তুমিও কান্না শুরু শ করলে? আর পারি না— বাড়িতে সব সময় ঘ্যানর ঘ্যানর— Selenky কাঁদছে, Punit কাঁদছে, Macaroon কাঁদছে— এবার তুমিও শুরু করলে! আমাকে দেখছি Alaska-তে সন্ন্যাস নিতে হবে।"

(ছড়ার সুরে)

"আর কাঁদে না নয়ন মোদী, ছোলা ভাজা দেব,
তারপর না চুপ করলে, একেবারে কুলে(র) আচার দেব!"

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে বলে: "দ্যাও তবে, একটা হিল্লে করে। শেষ কটা দিন, Digha-র সমুদ্রে পা ডুবিয়ে, কোন এক মমতাময়ীর সাথে ইকড়ি মিকড়ি খেলে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব।"

দোলন: হবে হবে! ওরে কে আছিস, Apten-কে একটা ফোন লাগা!

ঠিক তখনই ফোনটা বেজে ঘুমের চৌদ্দটা বাজাল। নয়নের হিল্লেটা আর জানা হলো না...

(সব চরিত্রই কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত কোনো বাস্তব ব্যক্তির সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য কেবলমাত্র কাকতালীয়।)

অঙ্গনবাড়ি



দেবিশ্রী রায়

বসন্তের শেষ দুপুর, সোনাগলা রোদ্দুর চুঁয়ে চুঁয়ে পরে; আর সবুজ ঘাসের মাথায় যেন মধু এসে জমে।মুক্তোর হারের মতো তার ওপর ছড়িয়ে থাকে সাদা-সাদা ফুল। এই মৃদু হাওয়ায় এক উদাসী গন্ধ ভাসে - নেশাতুর চোখ লাল হয়ে যায়। পোষাকী নাম পলেন ইনফেকশন। আসলে বসন্তের হাওয়ায় এক মায়াবী গন্ধ ওড়ে। আগুনে পলাশ গুঁড়ো-গুঁড়ো আবির ওড়ায় হাওয়ায়, চোখে বুঝি আজ জয়-বাংলা হল। শেষ বসন্তের হাওয়ায় কেমন মন খারাপ করে - সেই সব ঝড়ে যাওয়া আমের মুকুলের জন্য বুঝি ! ওই কোকিল জানে আমার সব মনের কথা - সব না ফোটা ফুলের যাতনা। আমার আঙিনায় বুঝি আজ সব বসন্তরা ভীড় করে ফেরে।

শেষ দুপুর যে কখন বিকেল হয়ে যায়, বোঝবার জো নেই । বইয়ের পাতায় ততক্ষনে ছায়া জমছে। রোদ্দুর ও ঢলে পড়েছে সন্ধ্যের গায়ে, একটি- দুটি করে তারা ক্রমে ফুটে উঠছে। সন্ধ্যাতারা আসে, ঠিক মধ্যমনিটি যেন।দলছুট পাখিটিও ফিরে আসে ঠিক। সন্ধ্যা শাঁখ ততক্ষনে মনের মনিকোঠায় । তারাদের ক্ষীণ আলোয় ঠিক সন্ধ্যে এসে জমে - একটু একটু করে কুয়াশার মতো যেন। আমার আঙিনায় আরো একটি দিন শেষ হয়, এ জীবনের মতো।

আমার উঠোনে এক প্রাগৈতিহাসিক চাঁদ। দমকা ফুলের বুনো গন্ধ আর জমাট বাঁধা প্রাচীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আলোর ফুলকির মতো জোনাকি - চাঁদের আলো চুরি করে আবির খেলে। আজ ওদের দোল পূর্ণিমা। ওই বুঝি ন্যাড়াপোড়া, তুবড়ির মতো জ্বলে উঠলো। নিস্তব্ধ পৃথিবীতে ঝিঁ -ঝিঁ পোকাদের সিম্ফনি, ঠিক যেন মোজার্টের সুর। আমার আঙিনায় আবারো একটি রাত জমে ওঠে, তারপর পূর্ণিমার চাঁদ ঢলে পরে মেঘেদের গায়ে। ওই অন্ধকার আকাশ ভেঙে বৃষ্টির মতো তারাদের আলো। সমগ্র ছায়াপথ জ্বলে, এক মায়াবী রূপকথার আহ্বান যেন । ধাঁধিয়ে যায় চোখ।

আমার এ আঙিনায় মহাবিশ্ব খেলা করে। লুটিয়ে দেবে বলে প্রাণ, শুধু প্রেমের অপেক্ষায়।

মোক্ষয়ং

শ্রাবণী পূর্নিমা। বর্ষণ সিক্ত হিমালয় কেঁপে কেঁপে উঠছে জোলো বাতাসে। মেঘ -গম্ভীর আকাশের বুক চিড়ে মাঝে মধ্যে চাঁদের হাসি খেলে যাচ্ছে বিদ্যুতের মত , আর গৈরিক বসন হিমালয় হয়ে উঠছে ধ্যানগম্ভীর। উত্তর দিক থেকে ভেসে আসছে আর্দ্র বাতাস কোন এক নাম না জানা ফুল এর গন্ধ নিয়ে , পাহাড় এর ঐদিকে বোধ করি খুব বৃষ্টি , গেছে ক্ষানিক আগে। দূরের বৌদ্ধ গুহা থেকে

ধ্বনিত হচ্ছে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ! আবার এক রাশ মেঘ এসে কালো করে দিচ্ছে সব দিক, ওমনি বিরহী যক্ষের দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠছে দেবভূমি।

আজ স্বপ্নের মত মায়াবী হয়ে আছে হিমালয়। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ আর পূর্নিমার চাঁদ আকাশে। রাত্রির ঠিক মধ্যভাগ এখন, ঠান্ডায় জলে বাতাসে অন্ধকার জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে যেন, কোথাও কেউ নেই আজ। রাত পাখিটাও গান গাইতে ভুলে গেছে যেন কিসের অপেক্ষায়।
রাত দ্বিপ্রহর। বেজে উঠলো সেই বাঁশি।প্রতি শ্রাবনী পূর্নিমা র মত আজ ও সেই বৃদ্ধ সাধক যেন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন বাঁশি তে, আর একটু একটু করে সরস্বতী রাগের আলাপ বিস্তার হচ্ছে। আকাশ-বাতাস- পাহাড় ধ্যান ভেঙ্গে ডুবে যাচ্ছে সেই সরস্বতী র সুর মূর্ছনায়। ক্রমশ সেই সুর যেন সপ্তলোক ভেদ করে গিয়ে পৌঁছলো দেবীর কানে ,অকাল বোধন ঘটলো আবার। জেগে উঠলেন দেবী,অমোঘ সেই আহ্বান।'ইহাগচ্ছ ,ইহতিষ্ঠ !' সুরের পথ বেয়ে ঝর্ণার মতো নেমে আসছেন দেবী। পাহাড়ের প্রতিটি ভাঁজে,গাছের প্রতিটি পাতায় ধীরে ধীরে তাঁর প্রকাশ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে।

আর সেই বাঁশি বাদক সাধকের অস্তিত্ত যেন নিমজ্জিত রাগিনী র সুরজালে ,নিমীলিত নয়ন, প্রশান্ত বদন,স্নিগ্ধ হাসি।চারিদিকে শুদ্ধতম সরস্বতী রাগের নিপুন স্বরবিস্তার। বহু বছরের চেষ্টায়,বহুদিনের সাধনায় আজ তিনি পূর্ণ,দেবী সরস্বতী তাই আজ ধরা দিয়েছেন, বিশুদ্ধ রাগিনীর সুদ্ধ স্বর আঘাত করেছে প্রতিটি তন্ত্রী তে তাঁর,তাই নেমে এসেছেন বাগদেবী আজ এই হিমালয়ে র কোনে।গাছের পাতায়,মাটির ঘাসে,তুষার শৃঙ্গে,চাঁদের আলোয়,পদ্ম বনে, শিশির কণিকায়।

বাঁশি বেজে চলেছে একমনে,দেবভূমি যেন এক ছন্দে কম্পমান। আর ,একটু একটু করে প্রকাশিত হচ্ছেন দেবী স্বশরীরে। "যা কুন্দেন্দু তুষারহারধবলা।.."। একটু একটু করে জমাট বাঁধছে জ্যোতি , স্থির চপলা সরস্বতী আবির্ভূত হচ্ছেন। নিরাকার থেকে সাকার রূপ ধারণ করছেন। সমগ্র হিমালয় নতমস্তকে আহ্বান জানাচ্ছে , সাধক এখন সিদ্ধ লাভের প্রাক্কালে। ইষ্ট দেবী অভির্ভুতা হয়েছেন তাঁর আহ্বানে।
বাঁশি শেষ হলো অবশেষে , রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে , চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম গগনে। জমাট বেঁধেছে মেঘ আবার ঈশান কোনে। দেবী বন্দিনী হলেন আজ,সাধকের তন্ত্রী তে। সাধক তাঁর বাঁশি সমর্পন করলেন দেবীর পদতলে।

সবাই দেখল পরদিন সকালে,সাধক দেহত্যাগ করেছেন পাহাড়ের গায়ে রাত্রির কোন এক প্রহরে। উন্মুক্ত হিমালয়ের কোলে বসে,নক্ষত্রের আলোকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বাজনা বাজিয়েছিলেন তিনি সেই রাতে। পারি দিয়েছেন গন্ধর্বলোকে ,দেবী সরস্বতী র হাত ধরে।

নয়ন এর দৃষ্টি হতে ঘুচবে কালো.....যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো !

যুগ যুগান্ত ধরে জমে থাকা বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস। সূচিভেদ্য অমানিশা। এ মহারাত্রি যেন কালরাত্রি, কিন্তু সে মোহময় কালরাত্রি র গরল আমায় স্পর্শ করে না। এই অন্ধকারেই তো বেহুলা ভেসেছিল কলাপাতার ভেলা নিয়ে। তাই এ রাত্রি লখিন্দর এর মৃত্যুর রাত নয় , তার নবজন্মের শুভক্ষণ। এ মহানিশা শুধুই অপেক্ষার। সুরঙ্গশেষ এর অপেক্ষা।

মনে হয় , এ রাত্রি আর শেষ হবে না এই জন্মে ; ক্লান্ত, বড় ক্লান্ত সে প্রতীক্ষা। মহাকাল চোখের পাতা ফেলেন, কেটে যায় অনন্ত কাল।অন্ধকার যেন আরো ঘনীভূত হয় , আরো কালো হয় সেই রাত। ভগবান সৃষ্টি কল্পের কাজ শেষ করেছেন সবে, ক্লান্ত , যোগনিদ্রায় বিশ্রাম রত । জাগিও না ওনাকে। অন্ধকারে অপেক্ষা কর, ধৈর্য ধর, জীবন এর সকল পুন্যক্ষণ এর পুর্বলগ্ন এমনি ক্লান্তিকর। এ তমসা ও তাই জ্যোতির্গর্ভা। ভগবান এখনো আলো সৃষ্টি করেননি , তাই বিশ্ব চরাচর এখনো চোখ মেলে তাকাতে শেখেনি ।পুণ্যতোয়া আলোর ধারা এখনো বাইরে আসেনি, অন্ধকারের মাতৃগর্ভে লালিত হচ্ছে।তাই চোখে দেখা যায় না, অনুভব করতে হয় ।চোখ বন্ধ করে অন্ধকার যখন আরো গভীর হয়, ধীরে ধীরে চেতনায় ধরা পরে তার অস্তিত্ব ,আবেগে রোমকূপ শিহরিত হয়। তখন সৃষ্টি সুখের উল্লাস বইছে বিশ্বময়, কিন্তু ফল্গু ধারার মত অন্তরালে, তাই সব কিছু সমাহিত, অন্ধকার এ নিমজ্জিত। এ অন্ধকার সেই মাতৃ জঠর এর অন্ধকার, উষ্ণতায় মোড়া, আসন্ন প্রসবের অপেক্ষায় ধ্যান মগ্ন।

হিসেব নেই কিভাবে কখন কাটল এ অনন্ত রাত, হঠাত ই একদিন কিভাবে কার যেন বরে ভগীরথের তপস্যা সফল হলো ।ভগবান জেগে উঠলেন, নিবৃত্তি শেষে প্রবৃত্তির সময় এল আবার। তিনি এক এক করে জ্বেলে দিলেন সব বাতি গুলি নিজের হাতে, ঠিক দীপাবলী র রাত্রি র মত। যেন চক্ষু দান হল ব্রহ্মান্ডের।জ্বলে উঠলো এক এক করে নক্ষত্র পুঞ্জ, জন্ম নিলেন দেবতারা ; জন্ম নিল স্বর্গ - নরক, সুরাসুর ; জন্ম নিল আলোক - ভূলোক, পাপ - পুণ্য ; প্রজ্জ্বলিত হলো জীবনের প্রবাহ। সেদিন তিনি "আমি" থেকে "আমরা" হলেন ।

সেই থেকে প্রতি রাত আজ ও সাজে দীপাবলী র সাজে। আকাশ ভরা সূর্য তারা যেন মনে করিয়ে দিতে চায় প্রতি মুহুর্তে জীবন এর মন্ত্র - চরৈবেতি, চরৈবেতি।

***Debisree**, a Kolkata native, moved to the United States to pursue her Ph.D. in 2011. She is a physicist by faith and a data nerd by trade. She is a theory junkie, an armchair philosopher, and perpetually high on life, food, travel, and storytelling.*

Tagore Song's Translations - Madhabi Chatterji

"*Simar majhe ashim tumi, bajao aapon sur...*" Within my limited boundaries You remain unbounded Playing a harmony That is singularly yours. This is why Your Presence Shines through my being, In an unbounded melodious sweetness. Through myriad forms and fragrances Your beauty unravels. Rendering a million songs That play to uncountable beats. My heart is forever-filled by Your endless play of love. This is why Your Glory Shines through my being, In an unbounded melodious sweetness. When You and I unite The universe opens wide The oceans swell and sway The waves fall and rise. In Your light There is no shadow You find a place within my form Your all-embracing power Wipes away my pain and tears. This is why Your Glory Shines through my being In an unbounded melodious sweetness.	*Source:* Tagore's original lyrics in Bengali (below) are downloadable free and available in the public domain at *www. Geetabitan.com* সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর। আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥ কত বর্ণে কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে, অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর। আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর। তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে— বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে। তোমার আলোয় নাই তো ছায়া, আমার মাঝে পায় সে কায়া, হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দরবিধুর। আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর ॥

"Tora Shunish Ni Ki Shunish Ni Taar Paayer Dhoni?"

Do you not hear,
Do you not hear,
The Reverberating Thunder of
Her (Ma Durga's) Footsteps?
She Comes,
She Comes,
Here She Comes!

From Age to Age
Moment to Moment,
Day and Night...
She Comes,
She Comes,
Here She Comes!
In Many a Song
Sung
Many a Time
In Unknowing
Mindless Insanity,
We hear the
Harmony-filled Notes
Heralding
Her Coming.
She Comes,
She Comes,
Here She Comes!

On Many a Day
From Eras Past,
Along Many a Forested Pathway
The Early Springtime
Augured
Her Coming.
She Comes,
She Comes,
Here She Comes!

On Darkened
Rain-stormed Nights,
In Her Chariot
Riding the Clouds...
She Comes, She Comes,
Here She Comes!

Through Days of Sorrow
Her Footsteps
Echo, In Every Heart.
In Happy Times
Her Touch
Proffers Comfort and Bliss.
She Comes, She Comes,
Here She Comes!

Do you not hear, Do you not hear,
The Reverberating Thunder of
Her Footsteps?

Source: Tagore's original lyrics in Bengali (below) are downloadable free and available in the public domain at *www. Geetabitan.com*

তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি,
ওই যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন-মনে খ্যাপার মতো
সকল সুরে বেজেছে তার
আগমনী-
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত কালের ফাগুন-দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।

"Shudhu Jawa Asha...." We can only come and go. Imperfectly, we ride the tides of Life. In the light, And in the darkness, We can only cry, and then smile. We catch but glimpses of one another. We scarcely feel each other's touch. Only in departing Do we look back in yearning For those wasted desires To remain unfulfilled. Carrying unending wants, With our broken strength, We work in earnest To achieve what's unachievable. Our broken boatloads of work drift ashore. Our thoughts cry out, But we can only speak in broken tongues— With broken words. Our hearts remain but partially-joined, Partially-known to one another, With partially-framed conversations That remain unfinished. In shame-filled sorrow We hide our partial-faith. We can only offer an imperfect Love.	*Source:* Tagore's original lyrics in Bengali (below) are downloadable free and available in the public domain at *www.Geetabitan.com* শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা শুধু যাওয়া শুধু আলো-আঁধারে শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা, শুধু যাওয়া... শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া শুধু দেখা পাওয়া, শুধু ছুঁয়ে যাওয়া শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায় পিছে ফেলে যায় মিছে আশা অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙা বল প্রাণপণ কাজে পায় ভাঙা ফল ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে, ভাঙা তরী ধ'রে ভাসে পারাবারে, ভাব কেঁদে মরে ভাঙা ভাষা। হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয় আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয় হৃদয়ে হৃদয়ে আধো পরিচয় আধখানি কথা সাঙ্গ নাহি হয় লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে লাজে ভয়ে ত্রাসে আধো-বিশ্বাসে শুধু আধখানি ভালোবাসা

***Madhabi Chatterji**, Ph.D., is Professor Emerita of Measurement, Evaluation, and Education from Columbia University's Teachers College in New York, from where she retired following a 35+ year career as an academic, scholar, and research scientist in 2022. She is delighted to have moved to the Memphis-Arlington area, where her new home is located close to her two cherished daughters, sons-in-law, and four grandchildren.*



***Artist: Subarna Mukherjee**, Love art. Happy to be a part of the MSBA community.*









Artist: Maninka Chatterjee: *Maninka Chatterjee came to the USA in 2016 and moved to Memphis in 2019. She is a proud mother of two boys and is an art enthusiast and a music lover. Maninka loves spending quality time with friends and family.*





Artist: Malobika Bhowmik Mondal, *"I love photography, painting, and editing— capturing moments and turning them into lasting memories for myself and others."*





MSBA is Proud of Our Sponsor Friends

2025 Sponsors and Donors

Community Members

- ❑ Dr. Madhabi Chatterji
- ❑ Satarupa Chakraborty
- ❑ Dr. Indranill & Dr. Julie Basu-Ray
- ❑ Indrakshi Dubey
- ❑ Dr. Dipankar Dasgupta
- ❑ Pinaky Chakravarty
- ❑ Dr Sanjay and Alpana Ganguli
- ❑ Manjusri Ganguli
- ❑ Dr. Pranab Das
- ❑ Aarti & Arjun Sardar

Business Patrons

- ❑ Dr Kaushal Kalra, Medical Director, Health 360₀ Wellness Clinic
- ❑ Nataraja Krisharaju, Vice President, Crye-Leike Realtors
- ❑ Café India Memphis,
- ❑ Esplanade Memphis,
- ❑ Balaji Super Market,
- ❑ Desi HyperMart,
- ❑ India Palace,
- ❑ Bangla Bistro,
- ❑ Mayuri Indian Cuisine.

FITNESS, PERSONALIZED.

MEET CERTIFIED EXPERTS WHO HELP YOU UNVEIL HOW YOUR BODY TICKS - LIKE NEVER BEFORE.

"I HAVE LOST 30 POUNDS ... WAS AMAZED HOW FAST I BEGAN TO SEE RESULTS ... THE JOINT PAIN I USED TO EXPERIENCE IS GONE" - JEWLEAN ALLEN

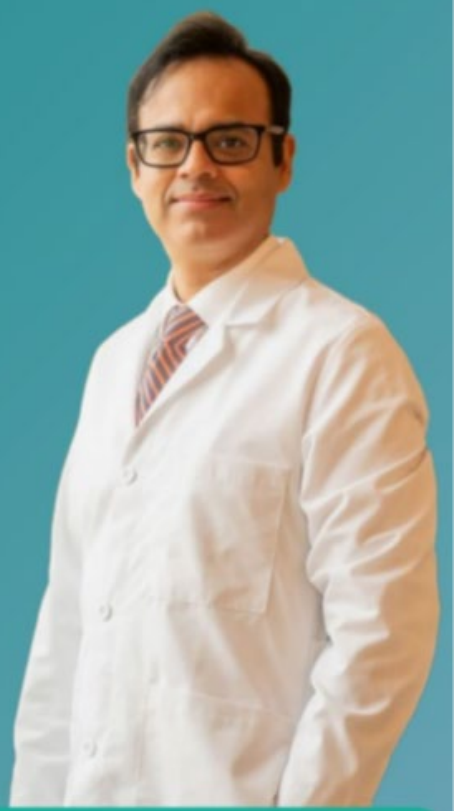

WELLNESSCLINICMEMPHIS.COM

1717 KIRBY PKWY, MEMPHIS, TN 38120

(901) 4946066

HEALTH 360° WELLNESS CLINIC

CRYE-LEIKE®
REALTORS®

Office Address: 435 New Byhalia Rd Collierville TN-38017
Office: 901 854 -5050



Nataraja Krishnaraju
Vice President, ABR, SRS, CRS, MMDC
Licensed in Tennessee and Mississippi
Cell: 901 626 7995
http://nataraja.crye-leike.com
nataraja.krishnaraju@crye-leike.com
Your Friendly Real Estate Agent

Leading
REAL ESTATE COMPANIES
OF THE WORLD



WEDDINGS • SPECIAL EVENTS • MEETINGS • BANQETS

ESPLANADE
BANQUET & CONFERENCE CENTER

901.753.3333
INFO@ESPLANADEMEMPHIS.COM
WWW.ESPLANADEMEMPHIS.COM

Esplanade Banquet & Conference Center
901 Cordova Station Ave. Cordova. TN.



Mid-South Bengali Association

Email: msba.memphis@gmail.com

Website: https://msbamemphis.com

Facebook: https://www.facebook.com/msba.memphis

YouTube: https://www.youtube.com/user/MyMsba

Instagram: https://www.instagram.com/msbamemphis/

Twitter: https://twitter.com/MidMsba